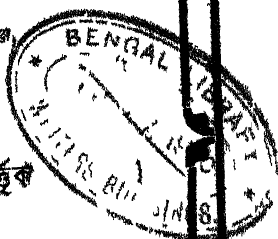
ভক্তি তত্ত্বরত্ন।

অবনীরায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

দিগদাইড় পোঃ কবিমগঞ্জ

(ময়মনসিংহ)

(১ম খণ্ড)



শ্রীরাধারমণ রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দিগঞ্চল, শ্রীহট্ট।

মধুসূদন-প্রেসে,

শ্রীসেক তোবাজদ্দিন মিঞা দ্বারা মুদ্রিত

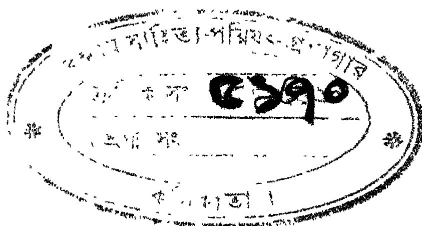
৬২নং যুগীনগর, ঢাকা।

১৩২২।

মূল্য।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা।

শুদ্ধিপত্র।

	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩ পৃষ্ঠা—১৮ লাইন—	অবস্তায়	অবস্থার।
	ঢাকিয়া	ঢানিয়া।
২১ লাইন স্বঙ্গার শব্দেতে কমা হইবে।		
৩ পৃষ্ঠা—৮ লাইন—	গভবান	ভগবান।
৫ পৃষ্ঠা—১১ লাইন—	দুগোৎস	দুর্গোৎসব।
১২ পৃষ্ঠা—১৬।১৭ লাইন ভাঙ্গা পরিয়াছে এক সঙ্গে হইবে।		
১৪ পৃষ্ঠা—৪ লাইন—	অবস্তাই	অবস্থায়ই।
৯ লাইন—	আপত্তির	আপত্তি।
প্রথম শব্দ	থাকিয়া	থাকিয়া
১০ পৃষ্ঠা—১৫ লাইন—	স্ত্রী মুখ	শ্রী মুখ।
২২ পৃষ্ঠা—২২ লাইন—	বলা	বলা।
২৫ পৃষ্ঠা—১০ লাইন—	অসারতা	অসার তা।
২৭ পৃষ্ঠা—১৮ লাইন—	সুহৃদয়	সুহৃদ।
২৮ পৃষ্ঠা—১১ লাইন—	নিদ্রায	নিদ্রার।
৩৫ পৃষ্ঠা—২০ লাইন—	বি প্রবারে	কি প্রকারে।
৩৬ পৃষ্ঠা—১২ লাইন—	দৃঢ	গূঢ।
৩৯ পৃষ্ঠা—৭ লাইন—	কম্মা	কক্ষা।
৪০ পৃষ্ঠা—২০ লাইন—	ভূলিলাম	ভুগিলাম।
৪১ পৃষ্ঠা—৫ লাইন—	কবিতনা	কবিওনা।
১৭ লাইন—	দেবর্ষি	দেবর্ষি।
৪৩ পৃষ্ঠা—৫ লাইন—	বুঝি	বুঝিতে।
৪৪ পৃষ্ঠা—১৪ লাইন—	ভগবানে	ভগবানের।
৪৭ পৃষ্ঠা—৩ লাইন—	অবস্থায়	অবস্থার।
৪৮ পৃষ্ঠা—৩ লাইন—	বিথদিল	বিথঙ্গল।
৫০ পৃষ্ঠা—১৫ লাইন—	হইয়া কেন	হই যা' কেন।
৫৩ পৃষ্ঠা—৯ লাইন—	লোকনাথে	লোকমাথে।
৬২ পৃষ্ঠা—১০ লাইন—	পাবনীয়	শরণীয়।
৬৩ পৃষ্ঠা—৪ লাইন বিষয়িণী জ্ঞান একত্র হইবে দাবি দরকার নাই।		
৬৪ পৃষ্ঠা—১৩ লাইন—	লণ	গণ।
৮ লাইন—	জ্ঞানই এপর্য্যন্ত একত্র হবে দাবি হবে না।	
৬৮ পৃষ্ঠা—১৬ লাইন	আবকশ্য	আবশ্যক।
	সম্পর্ণ	সমর্পণ।



ভূমিকা।

দ্বাদশ বৎসর অহোরাত্র শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে হৃদয় পটে অপৌরুষেয় ভাবে নিম্ন লিখিত তত্ত্ব উদ্ভুত হতেছে।

শ্রীশ্রী ৺ কাত্যায়নী পূজা দুর্গোৎসব, রথ, ঝুলন, উৎসব ইত্যাদি কার্য্যাদিতেও অনেক সময় অনেক তত্ত্ব আপনাপনি উদয় হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ করা গেল, যথন তখন না লিখিলে পড়ে মনে থাকে না বিধায় অনেক তত্ত্ব লোপ হইয়াছে।

ঠাকুর একদিন এই সকল তত্ত্বদ্বারা জীবের উপকার হবে বলায় লিখিতে প্রবৃত্ত হলেম, সর্ব্বসাধারণের উপকার হলেই মঙ্গল। ঈশ্বর উপাসকদের এ বইখানা আদ্যোপান্ত পাঠকরা বিশেষ আবশ্যক, তাই ছাপাইয়া দিলাম। ইতি ১৩২০ সন চৈত্র।

১৩২১ সন।

আশ্রমবাসী সেবক—

শ্রীঅবনীকান্ত দাস রায়।

জয় শ্রীগুরু বেদাকাশ কি জয়।

জয় শ্রীগুরু মহারাজা সত্য গোপাল কি জয়।

ভক্তিতত্ত্ব রত্ন।

(প্রথম খণ্ড)।

১৩১৩ সন কার্ত্তিক মাস দ্বিপান্বিতা দিন সন্ধ্যা হ'তে সমস্ত রাত্র।

গুরু করিবার উদ্দেশ্য কি?

গুরু করিবার মধ্যে যদি কোনরূপ মত্‌লব আসে, তবে গুরুর কোন মূল্যই থাকে না।

কেহই ধন জনের জন্য গুরু করে না, যদি করে সেটা নিতান্ত মূর্খতা, স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য, মানুষে ভাল বলিবে জন্য, কি মোক্ষের জন্য যদি গুরু করে সেটা নিতান্ত বিফল। গুরুর জন্যই গুরু ভগবান লাভ করিয়া তাঁর দাসত্ব করিতে, করিতে, জন্ম জন্ম যুগ যুগ কর্ত্তন হউক, তাঁর সাক্ষাৎকার পাইয়া, তাঁর নিত্য সেবক হই, এই দাসত্ব যেন আর কোন দিন না ঘোচে, যত কাল ভগবান আছেন, আমার দাসত্বও যেন তত কালই থাকে, তিনি যখন পৃথিবীতে থাকেন, আমি যেন, তাঁর দাস হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করি, তিনি যখন

বৈকুণ্ঠে থাকেন, আমি যেন তখন তাঁর সঙ্গে, সঙ্গে, বৈকুণ্ঠে যাই, তিনি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকেন, আমিও যেন তখন সেই অবস্থায়ই তাঁর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকি।

গুরুর পরিচর্য্যা ছাড়া, তাঁর সঙ্গ ছাড়া যেন আমার ক্ষণ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত না হয়। গুরুগত প্রাণ হওয়াই গুরু করিবার মোক্ষ উদ্দেশ্য।

গুরু সঙ্গ লাভ করিয়াও যদি অসার ধন, মানে, আহার নিদ্রায় দিন গত হয়, বৃথা আলাপে, আলস্যে দিন যায়, তবে আর গুরু করিবে কেন ? মন যদি ভগবানের জন্য পাগল না হইল, তবে গুরু করিয়া ফল কি ? সর্ব্বজীবের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যদি চেষ্টা না আসে, তবে গুরু করিয়া ফল কি ? সমস্ত জীবের দাসত্বের রুচি যদি অন্তরাত্মাতে না জন্মিল তবে গুরু করিয়া ফল কি ? সর্ব্ব জীবের দাসত্বই ভগবানের দাসত্ব. একমাত্র সৎগুরু হইতেই, তাঁর বাক্য পালন করিতে করিতেই এই সকল ভাব ক্রমে হৃদয়ে আসিতে থাকে। ক্রমে মানুষকে ভগবানের প্রেমে পাগল করিয়া, গুরুতে মতি, ভক্তি, রতি উৎপন্ন হয়। গুরু করিবার উদ্দেশ্যই এই যে হৃদয়ের সত্য শক্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া, সেই পরম ভগবানেতে মানব দেহেই সমাধি প্রাপ্ত হউক। ভগবানকে পাওয়ার জন্য প্রতি পলে পলে, যদি উৎকণ্ঠা না হয় তবে গুরু করিবে কেন ? ভগবানের জন্য যদি প্রাণ না কাঁন্দে তবে গুরু করিয়া ফল কি ?

ঠাকুরের উক্তি "কর্ম্মের ভালবাসা, উচ্চ ভালবাসা" তাঁরে

পাইবার উদ্দেশ্যে দিবা রাত্র, কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার প্রবৃত্তি যদি না জন্মিল, তবে গুরু করিয়া ফল কি ?

সর্ব্বদাই যদি ভগবান্ লাভ করিবার উপযোগী কথা না শুনিলাম, তদোপযোগী কর্ম্ম না করিলাম, সেই প্রাণারামের বিরহ ব্যাকুল ভক্তের সঙ্গ না পাইলাম, তবে গুরু করিয়া কি হইল ?

গুরু কৃপা কারে বলে ? গুরু কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না। হরিনাম করিবার সুযোগ হইয়া, যদি নাম করিতে পারি, সেটাই গুরু কৃপা ! সে কৃপা না করিলে, কি নাম করিব ? সুবিধা থাকিলে ও পড়িয়া ঘুমাইব, কি খেলাইব, বেড়াইব, কি কু আলাপ, কুচিন্তা করিব, বৃথা জল্পনা কল্পনা করিব, তথাপি, মধু-মাখা হরি নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিব না। তাঁর কৃপা হইলে সুযোগ সুবিধা, না থাকিলেও নাম করিব, ঘুমাইবার সুবিধা থাকিলেও না ঘুমাইয়া নাম করিব, না খেলাইয়া তাঁর প্রিয় কার্য্য করিব, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও অনেক সময় অনেক সৎকাজ করিব।

গুরু কৃপাই জীবের মূল সম্পদ। মানুষের ইচ্ছা, সব সময় ঠিক থাকে না।

খুব সৎলোকেরও মন সাময়িক অবস্থায় দাসত্বে গা ঢাকিয়া দেয়, অসৎকাজ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গুরু কৃপার, ফলে সামান্য ভোগেই মুক্তি লাভ করে, যেমন পরাশরের মৎস্য গন্ধাকে শৃঙ্গার পরাশর মুনির জীবনের মধ্যে, এক দিনই এই কার্য্য, তার আগেও নাই, পাছে ও স্ত্রী গমনজণিত কলঙ্ক

তাতে দেখা যায় নাই, এই প্রকার কৃপার নিজ গুণ, ভক্ত জীবনে সর্ব্বদাই ভোগ করে।

কোন মানুষই সৎ এবং সাধু নয়, যে সকল কর্ম্ম দ্বারা সৎ এবং সাধু নির্দ্দেশ হয়, সেই সকল কর্ম্মই মানুষ দ্বারা, ভগবানের কৃপায় করাইয়া নেয়। ভগবানের কৃপার ধন্য কেহ দেয় না, কেহ কয় না, কিন্তু যাঁর দ্বারা কার্য্য হয়, তাকেই সাধু কয় এবং ধন্যবাদ দেয়। ধন্যবাদের পাত্র, সাধু বাদের পাত্র, এক গভবান, মানুষ নয়, মানুষ কিছুই করে না, করিতে পারেও না। তাঁর বিশেষ কৃপায় এক জন দ্বারা করাইয়া নেয়।

কৃপার আরেক মহিমা এই যে, যাকে ভগবান কৃপা করেন, তাহা হইতে শত সহস্র গুণে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিলেও ঐ অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাই, কর্ম্ম করাইয়া নিবে। তাঁর শত অনিচ্ছা থাকিলেও তার জীবনে, কোনরূপ, স্খলন হইলেও সে ছাড়া কর্ম্ম অন্যের দ্বারা করাইবে না। তৎপ্রমাণ অর্জ্জুন, মানুষের চাকুরি কর্ম্মের দোষ গুণে ছুটে; কিন্তু ভগবানের দাসত্বরূপ কৃপা দোষ গুণে ছুটে না, বরং দোষির দোষ, সংশোধনীয় কর্ম্ম করাইয়া নিয়া, দাসত্বে তাকে ঠিক রাখিবেই রাখিবে, ইহাই বিশেষ বিশেষ কৃপার মধুরতা, এউপলব্ধি টুকুও সহজে হয় না, হৃদয়ের সম্পূর্ণ অহংকার গেলে, এই উপলব্ধি ঠিক ঠিক হয়।

সন্ধ্যামন্ত্র পরিতে বসিলে মনে নানা কথা উঠে, তৎকারন আর কিছু না, শরীরের খাটুনি যে যে বিষয়ে থাকিবে, মন সেই সেই বিষয়ে মজিবে, স্ত্রী, পুত্রের, নিজের সুখের জন্য মান

সন্মানের জন্য শরীর দ্বারা খাটিতেছে, তাই মনের মধ্যে সর্ব্বদাই ঐ সব চিন্তা ভাবনা আছে।

যদি ভগবানের জন্য এই শরীর দ্বারা খাটিতে, তবে উঠিতে, বসিতে, খাইতে শুইতে তাঁর কথা মনে থাকিত, সন্ধ্যামন্ত্র না পড়িলেও চলিত, শরীরে খাটিয়া, চেষ্টা করিয়া ধান, চাউল, টাকা পয়সা, স্ত্রী, পুত্রের নিচে ও মান, সন্মানের, নিচে দিতেছ তা না দিয়া, ঐ সব টাকা দান দ্বারা গুরুর সেবা, কি সৎকার্য্যাদি করিলে মন সৎ হইত, নিত্য সৎকাজ করিতে ও ভগবান গুরুর মঙ্গল উদ্দেশ্যে করিতে হয় নচেৎ বিফল, গুরুকে টাকা ধান দেওয়া, সর্ব্ব সৎকাজ হইতে শ্রেষ্ঠ জানিও, আমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব করি কিন্তু গুরুর বাড়ীতে খাওয়ারই নাই, এইরূপ দুর্গোৎসব করার কোন ফল নাই। তবে স্ত্রী পুত্রের জীবন রক্ষা, লজ্জা রক্ষা, যত কষাইয়া পারা যায় করিবে, তাহাও ভগবানের কাজ করিবে, সৎকাজে স্ত্রী পুত্র লাগিবে, এইজন্য স্ত্রী পুত্রকে, ভরন পোষণ করিবে।

যদি সৎকাজে মতি না থাকে, গুরুর প্রতি কি দেবতার কাজে কি হরিনাম, দুর্গানামে মতি না থাকে, অথিতের প্রতি, মানুষের প্রতি ভক্তি না থাকে, তবে এমন স্ত্রী, পুত্র, হইতে দূরে থাকিতেই চেষ্টা করিবে, এমন ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তিদিগকে তারাইয়া দিলেও বিন্দুমাত্র দোষ হইবে না।

আমার যদি সাংসারিক খরচ জন্যও করজ করিতে হয়, তবে গুরুসেবা, দেব সেবা, অথিত সেবার জন্যও করজ করিব।

পরিবারের ভরণ পোষণ যেমন কর্ত্তব্যের মধ্যে, গুরু সেবা, দেবসেবা কি ততোধিক কর্ত্তব্য নয়?

গোঁসাই, ভট্টাচার্য্য দেখিয়া, সাধু বৈষ্ণব দেখিয়া, গুরু করিতে যাইও না, যার প্রতি মনের ভক্তি হয়, তাঁর সহিত কিছুকাল অন্ততঃ ৫ পাঁচ বৎসরকাল অভিন্ন ভাবে বাস করিয়া, পরে তাঁর দোষ গুণ সমস্ত অবগত হইয়া গুরুপদে বরণ করিও, সাবধান গুরু বরণ করিয়া কখন আর আপনার কর্ত্তৃত্ব কোন অবস্থায় মনে করিও না।

ইহা হইতে উদ্ধারের ক্ষমতা হরি ঠাকুরেরও নাই, গুরুতে যিনি অপরাধি, তিনি পতিতাধম. গুরু একটা করিলেই কিছু হয় না, চেতন গুরুর কাজ।

মরা গুরুর মরা মন্ত্র লইয়া বিশেষ কিছুই হয় না, তবে যেমন দরের শিশ্য, তেমন দরের গুরুতেই তার পছন্দ আটকে। অবশ্য একথা সত্য, যেখানে মন বসে সেখানে বিকি যাওয়া উচিত। কিন্তু সময়ের উত্তেজনা, কি বাস্তবিক বিকি, এটুকু ভালরূপ বুঝিয়া করা চাই, নচেৎ এহেন মনুষ্য জন্ম, একেবারে ছাড়ে খারে গেল, গুরুতে লড়া হইলে, এই একটা জনম শোধরাইয়া, লওয়ার আর কোন উপায় নাই, ঠাকুরও নিজে একথার অনুমোদন করিয়াছেন, ভাই গুরু করিতে সাবধান, দেরীতে কর কি না, করিয়া, বাচ্ নিতে থাক, তবু ভাল, কিন্তু গুরু স্বীকার করিয়া, অস্বীকার হইও না, এটা বড়ই অমার্জ্জনীয় অপরাধ, প্রত্যেক অপরাধের বিধান আছে, গুরু ত্যাগির কোন বিধান নাই।

এক অবস্থায় অন্য অবস্থাতে পঁহুছাইয়া দেয়, যে কোন সাধনার প্রথম কর্ম্ম চিরদিন যাজন করিতে হয় না, প্রথম কর্ম্ম ঠিকভাবে করিতে পারিলে উপরের কর্ম্ম ভগবানই তার হাতে দেন, এবং ঐ কর্ম্ম যাজন করে, যেমন সাধকের ভিতরে, পরিবর্ত্তন হয়, তেমন বাহিরেও কর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া, কি আর একজনের দেখা দেখি পরিবর্ত্তন কর্ম্ম করিলে কি হইবে?

ঠিক সাধকের কর্ম্মের পর, কর্ম্ম ঠাকুরই তুলিয়া দেন। তবে সঙ্কল্পিত কোন কর্ম্ম করিলে সঙ্কল্পিত কাল এক ভাবেই কর্ম্ম থাকিবে, কিন্তু সংকল্প শেষ দিন বিশেষ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবি। (যদি ভগবানের ঠিক কর্ম্ম হয়)।

—o—

সন্ধ্যা মন্ত্রের শেষ আছে, ইহা সন্ধ্যার সিদ্ধি, যখন সন্ধ্যার সিদ্ধি হয়, তখন কেবল শরীর দ্বারা খাটিয়া গুরুর আজ্ঞাপালন, দিবারাত্র করিতে চায়। অথবা দিবা রাত্র নাম নিতে চায়, কেহবা রূপধ্যানে মুগ্ধ থাকে, যার যেমন প্রকৃতি, কিন্তু ঈশ্বর বিষয় ছাড়া ক্ষণকাল অতিবাহিত করিতে চায় না, ঈশ্বর বিমুখ অবস্থাকে নরক মনে করে, ঠাকুর বলিয়াছেন "ধৈর্য্য, সহ্য, ক্ষমা তবে পাবি শ্যামা"। সুখ ইচ্ছা থাকিলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

মহারাজ সত্য গোপাল ঠাকুর আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন "অনন্ত কোটীকাল আত্মার স্থিতি, এক জন্মের সুখ ভোগের জন্য কি আসে যায়, এই জন্মের সুখ না করিলেই কি সব ফুড়াইয়া

যায় ?" মঙ্গলময় গুরুর মঙ্গল কামনায় সংসারের কাজ কর্ম্ম কর, যাগযজ্ঞ কর, সন্ধ্যামন্ত্র পর, সকল সফল হইবে।

নিজের জন্য সংসার, নিজের জন্য যাগযজ্ঞ, সন্ধ্যামন্ত্র, অনেক পড়িয়াছ, কিছুই তো হয় না, একবার কেন যাঁর সংসার তাঁর জন্য করনা, দেখ করিয়া, মঙ্গলময়ের মঙ্গল কার্য্য করিয়া, তোমার কিছু না হইলেও কর্ম্মটাতো, নিষ্কাম। যে কাজ তাঁর জন্য কর সবটুকু করিও কাজের ধারণার ফল ছাড়া কর্ম্মের ফলটুকুও ভোগাইও। নিজের ভোগের জন্য তাঁর ভোগ কমাইওনা।* তাঁর বেশী হইয়া, তোমার কম হইলেই আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হইবে। যাহা শরীর দ্বারা, উপার্জ্জন কর, তাহা যদি কেবল খাওয়া পড়ায়ই ব্যয় কর তবে কেবল ভূতের কর্ম্ম, ভূতেই ক্ষয় হলো, নিজে কষ্ট স্বীকারে, যদি ঐসব উপার্জ্জন দ্বারা, গুরুসেবা, দেব সেবা, অথিত সেবা, হরিনাম উৎসব ইত্যাদি কর, তবে সেটাই ভগবানের প্রিয় কার্য্য, কার্য্যের, কঠোরতাই সাধন ও তপস্যা, একক্রমে বারবৎসর করিয়া দেখ, অবশ্যই আত্মা মন পবিত্র হবে, ভগবানের দয়া ধীরে ধীরে বর্ষণ হইবে।

---

* অনেকে ঈশ্বরের চাকুরি করেন বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু মনের ধারণাতে চাকুরি ঈশ্বরের করেন, একথা সত্য তৎফলের মাহিনা ঈশ্বরের যে কোন কাজে ব্যয় করিতে পারেন না। মায়া মিশ্রীত কর্ত্তব্য ধর্ম্মের বাধ্য হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিচে দেন, কেহ কোন ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্য জন্য গেলে ৵০ দু আনা দিতে, ওজর আপত্তি দেখান, আবার তখনই নিজের ভোগ বিলাসের জন্য দু টাকা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না, এটার নাম ধারণার ফল, অন্যান্তরে তাঁর যে কোন কার্য্যে দেওয়ার নাম কর্ম্মের ফল ভোগান।

বাহিরে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলে বিশেষ কিছু হয় না, তবে এই হয়, চর্ম্ম চক্ষের দেখার পর হইতেই ভগবান ভুলিয়া সংসার করিতে পারেনা। স্বভাবে ভগবানকে আট্‌কাইবার জন্য, বার বৎসর অবিচলিত মনে সাধনা, দরকার। চর্ম্ম চক্ষু ছাড়া ভিতরে একটা জ্ঞাননেত্র আছে, ঐনেত্র ফুটিয়া সমস্ত মোহের অপলাপ করে, এবং হৃদয় কপাট দিয়া যে অভ্যন্তর চারি পুরুষ আছেন, তাঁকে দেখিয়া জীব ত্রিতাপ জ্বালা নিবারন করে, এবং জীবত্ব দূর হইয়া, ঐ দিনেই শিবত্ব লাভকরে, আর মায়ার অধিকারে আসেনা। হরিনামের ধাক্কায় হৃদয় কপাট খোলা যায়। ঐ পুরুষের সাক্ষাৎ ভিন্ন হৃদয় জ্বালা জুড়ায় না, তিনিই মোক্ষগুরু। তাঁকে না পাওয়া পর্য্যন্তই সাধনা, পাইতেই সাধনাও লোপ হয়, দেহের গুমান ছুটে। হাঁড় মাংসের খাঁচায় আর বন্ধ থাকিতে চায় না। তখন কোন প্রকার বাসনা থাকে না। বিমল ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে অহর্নিশি মুগ্ধ থাকিয়া পার্থিব জগত ভুল হয়। হৃদয় কপাট না খোলা পর্য্যন্ত ঐ দিব্য নেত্র ফুটেনা, ঐ কপাট ভিতরে খিল আঁটা, ঐ পুরুষ প্রবর নিদ্রিত আছেন, হরিবলের ধাক্কায় তিনি জাগিয়া যে দিন কপাট খোলিবেন, সেই দিন তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইবে। এখন কেবল চেষ্টা সৎসঙ্গ হরিনাম গুরু আজ্ঞা পালন, তোমার সারধর্ম্ম।

ত্যাগ কারে বলে ?

যাহা ত্যাগ করিলাম, তাহা আমার মধ্যে না থাকাই ত্যাগ, যদি আমার লজ্জা ত্যাগ হইয়া থাকে, তবে লজ্জাজনক কাজ

করিয়াও আমি লজ্জিত হইবনা, লজ্জাজনক কাজ করিয়াও যদি আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা না আসে তবে বুঝিব আমার লজ্জা ত্যাগ হইয়াছে মধ্যে থাকিলে আসিবে, মধ্যে না থাকিলে কোথা হতে আসিবে, আসিবার সহস্র কারণ থাকিলেওতো আসিতে পারেনা, যদি মধ্যে না থাকে, ভিতরে থাকিলে বাহিরে জোর করিয়া ছাড়িলে কি হয়? তবে এরূপ উপদেশ বাণী ভগবানের আছে যে সর্ব্বদাই তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে ব্যস্ত থাক, তাঁর কর্ম্ম করিতে করিতে যখন কর্ম্ম স্বভাবে আতুর হইয়া, সমস্ত বৃত্তি, তাঁতে উন্মুখ হইবে, তখন দেহ নির্ব্বিকার হইয়া সমাধি প্রাপ্তে অক্ষয় আনন্দধামে গমন করিবে।

তুমি ছাড়িবে এটাই অহংকার, কিন্তু তাঁর কার্য্য করিতে করিতে তাঁর কৃপায় ছুটিয়া যাইবে, এই আশা পথ প্রতিক্ষা করিয়া, কার্য্য করিতে থাকিলে, তাঁর দয়াগুণে আপনাপনি ছুটিয়া গেলে আর আসিবে না, তুমি নিজে কর্ত্তা হইয়া ছাড়িতে চাহিলে ছাড়িতেতো পারিবেই না, কিছু দমন করিলেও পুনরাক্রমণের ভয় হৃদয় কপাট না খোলা পর্য্যন্তই আছে।

তিনি তাঁর প্রেমে মুগ্ধ করিয়া, ছাড়াইয়া দিলে আর দেহের বিকার সম্ভব নয়। নচেৎ কেবল ঐ সব নিয়া, লাঠ ঘাট খাইয়া জীবন যায়, মূল কাজের কিছু হয় না।

ঠাকুর বলিয়াছেন এই শরীর দ্বারা, খাটিয়া, খাটুনির ফল দ্বারা, সৎকার্য্যাদি করিলেই মূঢ় শরীরে জ্ঞান সঞ্চার হইবে। জ্ঞান হতেই নির্ব্বিকার পবিত্রতা লাভ হইবে। কলির

জীবের অন্য উপায় নাই মুখে হরিবল হরিবল, হর্ দম্ দিবা রাত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে, ক্ষণ মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না দিয়া, অন্ততঃ একক্রমে বারবৎসর কাল যদি করিতে পার তবে হবে, নচেৎ প্রতি রোজ দশ বার হাজার হরিনাম নিলে যে বিশেষ কিছু হবে, তাহা নহে, জাননা কি ভাবে কতকাল রামনাম লইয়া রত্নাকর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন আর তুমি দু চারিবার নিয়াই অনেক মনে কর ?

দ্বৈত জ্ঞান, অদ্বৈত জ্ঞান কারে বলে। দ্বৈতা, দ্বৈত, জ্ঞান শুধু ভগবানেতে নহে, কর্ম্মেরমধ্যেও দ্বৈতা দ্বৈত জ্ঞান আছে। যেমন সন্ধ্যামন্ত্র, হরিনাম কীর্ত্তন, যাগযজ্ঞ, মহোৎসবকে, আমরা ভগবানের কাজ মনে করি, কিন্তু ঘরবান্ধা হল চালনা, চাকুরি, দোকানদারি, জমিদারী ইত্যাদি কার্য্যকে, আপনার কাজ এবং অসৎ কাজ বলিয়া সৎকার্য্য হইতে, এই গুলিকে দ্বৈত করিয়া থাকি, এই জন্যই ঐসকল কাজের মধ্যে ভগবানকে মনে থাকেনা, এবং এই সকল কাজ করিয়া মনে পবিত্রতাও হয় না। কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞানে যদি ঘর বান্ধিতাম, চাকুরি, জমিদারী ইত্যাদির কাজ করিতাম, তবে এই সকল কাজে গিয়াও ভগবানের কথা মনে থাকিত এবং এই সকল কাজ হইতে, হৃদয়ে পবিত্রতা ও ভোগীতাম। কৃষিকার্য্য কেন করিব ? চাকুরি কেন করিব ? ভগবানের কাজের জন্য। এই সকল কার্য্য হইতে, যাহা উপার্জ্জন হবে, তাহা দ্বারা অথিত্ সেবা, দেবসেবা, গুরুসেবা, পারিবারিক অবস্থা-

পোযোগী, খরচ দিয়া, আমি এদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিব, এদের সেবার উদ্দেশ্যে এই সকল কাজ করিয়া, কাজের গুণে আমি নিষ্কাম হইব।

আমার রোজগার, আমার সম্পত্তির উপর, আমার নিজের দাবী হইতে আমার গুরুর দাবি ষোল আনা, তাঁর আদেশে অথিতের দাবী, দেবদ্বিজের দাবী, আমার পারিবারিক লোক হতেও বেশী, গুরুর অনুগত হইয়া, এই প্রকার মন নিয়া যখন আমি সংসারের সকল কাজে মিশিব, তখন জগজ্জীবনকে একবারও আমার ভুল হইবে না। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া সংসারের যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, তাহাই পবিত্র, যদি নিজের মনের কোন, মতলব, বুদ্ধি না থাকে।

সংসারি কর্ম্ম হইতে, সন্ধ্যামন্ত্র একটুকুও বেশী নহে, যদি সংসারের মোক্ষ্য মোক্ষ্য ফলটী নিস্বার্থ ধর্ম্ম জগতে দিতে পারে। দেহধারি জীবের দেহ-গত ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। মানব দেহ রক্ষনাবেক্ষন জন্য, ঘর, ডাইল, চাউল ইত্যাদির দরকার, সাধু সেবাতে ধর্ম্ম হয়।

মূলে ঐ সংসারি জিনিষ। দেব সেবাতে হয় মূলে ঐ সংসারি লোকজন টাকা পয়সা আবশ্যক। কাজেই যাঁরা সাধু সেবা, গুরুসেবাতে রত তাদের সন্ধ্যামন্ত্র হতে, সংসারি কর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

নিজ সুখ, নিজ মান, সম্মানের জন্য সংসার করিয়াই জীব ক্রমে বদ্ধ হয়। বদ্ধভাবে সংসার না করিয়া মুক্তভাবে সংসার

করিলে সব সিদ্ধি বিনা ক্লেশে সংসার হইতেই আয়ত্ত্ব হয়, তবে এই সাচের গুরু আবশ্যক।

স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্মান যশের জন্য, সংসারের কাজ কর, তাই এইগুলির কথা সন্ধ্যামন্ত্র পড়িতে বসিলে ও দূর হয় না। ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি, জ্ঞানের অভাব হেতু, আমি করি অহঙ্কারে হরিনাম ও গুরু আদেশ পালন করিয়াও ফল ফলে না। নিজের ষোলআনা ক্ষমতায় কর্ম্ম করিয়া, ভগবৎ-কৃপায় কার্য্য হলো এটা মনে করা, বড়ই উচ্চাধিকার।

একাধ্ সময়ের ভাল কি ভাল? কখনই নহে, যে খাটি, ভাল, সে সব সময় সব অবস্থায়ই ভাল, বরং কোন বিশেষ অবস্থায়, সে আরও বেশী ভাল হয়। স্বর্ণ খুব ভাল জিনিষ, কেমন ভাল, তাকে আগুণে দিলে, সে আরও উজ্জ্বল হয়, যে মানুষ খাটি ভাল, সেটা বিপদে দুঃখে আরও বেশি ভাল হয়। বিপদের আঘাতে ভিতরের ময়লা ছুটিয়া ঈশ্বর প্রেম-তার অন্তরে ঢুকিয়া, তাকে পরশমণি করিয়া দেয়। অজ্ঞানি জীবগুলি বিপদে পড়িয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বই হাড়াইয়া যায় এবং বলে যে, "অভাবে স্বভাব নষ্ট"। ভগবান্! আমি কি ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসি! সামান্য মানবকে বিশ্বাস করি, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

আমার অসার শরীরের চেষ্টার উপর বিশ্বাস করি, তথাপি তুমি যে আমাকে ভরণ পোষণ করিবে, তাহা আমার বিশ্বাস হইয়া উঠে না। সমস্ত অবস্থা, সমস্ত কর্ম্মের, মধ্যে অতি গোপনে

থাকিয়া যে তোমার কার্য্য তুমি করিয়া যাইতেছ, তাহা বুঝিয়াও বুঝিনা, দেখিয়াও দেখিনা, বিশ্বাসের অল্পতাহেতু, আমার সকল বিফল হয়। জানি তুমি জীবের কর্ণধার, জীব যাহা ভাবুক, যাহা করুক, যে অবস্থাই যখন পতিত হউক, তুমিই তার চালক, পালক, বিধাতা। ইহাও বুঝাইয়াছ যে যখন যে অবস্থা কেননা আসুক, তাহা সমস্তই তোমার ইচ্ছায়, আর ইহাও দেখিয়াছি যে সুখের সময়টায় মানুষের, আপত্তির বিষয় কিছুই থাকে না, কিন্তু দুঃখের সময়ের জন্যই তোমার কাছে নানারূপ আপত্তির প্রার্থনা আসে। দুঃখদ্বারা পোড়া হইয়া, মানব স্বচ্ছস্ফটিকবৎ হয়, বলিয়া জানা সত্বেও দুঃখ সহিতে পারি না, সামান্য দেহ মনের দুঃখে অস্থির হই; দুঃখকে আনন্দে গ্রহণ করাই, শান্তির পথ, বিশেষভাবে জানাসত্বেও মানাইয়া থাকিতে পারি না। মুখে বলিতেছি শান্তি চাই, তোমাকে চাই, কিন্তু কার্য্যকালে সকল উল্টা। কার্য্যতায় দেখি তোমাকেও চাই না, শান্তিও চাই না, যদি তোমাকে চাইতাম, তবে অবশ্যই তোমার সঙ্গে তুলনায়, পৃথিবীর দুঃখের ভার বেশী হইবে না, এই শরীরের যাবতীয় দুঃখ অবশ্যই সহিতে পারিতাম। আমি সহিব এই আরেক অহঙ্কার, শত্রু আমাকে বরাবর ফেইল করিতেছে। আমি নাম করিব, তাঁর কাজ করিব, এই সব অহঙ্কার শীঘ্র দূর কর।

আমার কি শক্তি আছে যে আমি নিজে নিজে কাজ করিব, এই শরীরের পূর্ণ কর্ত্তা প্রভু তুমি, তুমি কোন্ দিন কি

কাজ করাইবে, আমি কি জানি, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা তোমার হুকুমের মুখাপ্রেক্ষি হইয়া থাকাই আমার ঠিক উচিত বলে মনে করি। তোমার কল্পনার মধ্যেই আমার গাঁ ঢালিয়া দেওয়া উচিত।

আমি তোমার কর্ম্মের কল্পনা করাটা পোষাকি অহঙ্কার। অনেকে মন গড়া ধর্ম্মের বোল আনা হিসাবে, জীবনকে ভাল পথে চালাইয়া নিজেকে বেকশুর খালাশ দিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছাচার অবস্থায় কার্য্য করিলে, ভাল মন্দের বিবেচনা তোমার হাতেই, কারণ তুমি কার্য্য করিলে তোমার হিসাব মতন, ভগবান্ কি বলিবেন, ভাল না মন্দ।

যিনি ভগবানের হাতে জীবনকে দান করিয়াছেন তাঁর ভাবনা হীনচিত্ত। (যদি কোন প্রকার মতলব না থাকে) মতলবের গন্ধ থাকিলে দান করাটা হয় নাই। ঈশ্বরের নিজ ইচ্ছার অধীন হইলে, চিত্ত তাতে বিক্রীত হইলে, তার কোন-খানে, কোন অবস্থায় জ্বালা হয় না। ভগবান্‌কে যিনি কর্ত্তা বলিয়া, বিশ্বাস, করিতে পারিয়াছেন, তার নিজের জন্য কিছুই ভাবিবার নাই।

"কিম্বা নরকেতে নেও স্বর্গে স্থান দেও ইতে আমার কোন ভয় নাই" প্রভূ! তোমার ইচ্ছা সর্ব্বদা আমার মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করুক। আমার সকল ইচ্ছা চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া, পলায়ন করুক। আমার মনের ইচ্ছাটাই, সর্ব্ব দুঃখের মূল। দয়াময় গুরু! আর যেন আমার কোনরূপ ইচ্ছাই না আসে।

সদাসৎ সমস্ত ইচ্ছার বিলিন কর। প্রভূ! অচিরাৎ তোমার আপন করিয়া লও। আর কতকাল, স্বেচ্ছাচারে রাখিবে? ভাল মন্দ কোনটারই ত স্বেচ্ছাচার ভাল নয়। অজ্ঞানির অজ্ঞানি গুরু পতনের দ্বারস্বরূপ। সৎগুরু যার ঘটে তার সব হয়। নচেৎ কেবল আসা যাওয়া সার হয়। শরীর পরায়ণ লোককে কখনও গুরুপদে বরণ করিও না, এইরূপ গুরু না করিয়া সৎসঙ্গ দ্বারা, কি নাম নিয়া, পড়িয়া থাকিলেও পরম লাভ। শরীর দ্বারা গুরুর আদেশ পালন, বিত্ত-সম্পত্তি, ধন, জন, গুরুকে দিয়া সর্ব্বদা, আজ্ঞাবহ হইয়া, না চলিলে কি গুরুভক্তি হয়! তবে হয় যেমন গুরু তেমন শিষ্য, প্রকৃত তত্ত্বের সঙ্গে কারবার কি? মানুষের অস্থি, মজ্জা, মাংস, প্রাণ মন আত্মা সমস্তের মধ্যে গুরু ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব গুরু হইতে স্ত্রী, বেশী না, পুত্র বেশী না, ধন বেশী না, মান বেশী না, নিজের শরীর বেশী না, বলিয়া বুঝাব কি, এমন প্রাণা রাম, প্রিয়তম্ আর কি এবং কে হইতে পারে।

গুরু ভক্তি গুরু আজ্ঞা, পালন করিতে করিতে, তাঁর কাছে থাকিতে থাকিতেই জন্মে, এছাড়া অন্য উপায় নাই। এই জন্য গুরু গীতায়, আছে যে গুরু করিবার পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর উভয় উভয়ের সহিত বাস করিবে। তৎপর গুরুপদে বরণ করিবে। গুরুতে যার অত্যন্ত রতি, তার দেহ পবিত্র, মন পবিত্র, আত্মা পবিত্র, যার মন প্রাণ দেহ গুরুময়, তার অপবিত্রতা থাকিতে পারে না।

গুরু যায় নয়না রাম, গুরু যার প্রাণারাম, গুরু যার শরীরা রাম তার সকলি পবিত্র। যার গুরুকে দর্শন মাত্র চক্ষের তৃপ্তি হয়, মনের শান্তি হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, চিত্ত স্থির হয়, শরীরে আনন্দ হয়, তারই গুরু ভক্তি জন্মিয়াছে, অন্যথা কেবল ব্যবসা মাত্র। গুরুতে এই অবস্থা পাবার জন্যই সাধন, ভজন, যাহা কিছু! তবে গুরুটী সৎহলে, তাঁর গুনেই তিনি, অজ্ঞানির মন আকর্ষণ করিয়া লন। অজ্ঞান মূঢ়মন, কখনও গুরুতে যায় না, গুরুতে যায়নার অর্থ ভগবানেতে যায় না। অসার ধন মানে, স্ত্রী পুত্রে যুইত মত্‌লবে, চিরজীবন নষ্ট করিয়া দেয়।

প্রকৃত ভগবৎ পিপাসু, ছাড়া কখনই গুরু হইতে পারে না। গুরু যার ঠিক হইয়াছে তাঁর সব সিদ্ধি করতলগত। ভগবান লাভকারী, ব্যতিত গুরু কেমনে হয়। বিষয়ী বিষয়ীকে গুরু করিলে অপথ হাটিয়াই এক জন্ম যায়। বদ্ধ বিষয়ীকে গুরু করিয়া যে লাভ তাহা বিনা গুরুতে থাকিয়াও ভগবানের কৃপায়, নামের গুণে পেতে পারে। অজ্ঞানিকে গুরু করাই ঠিক হয় না, কারণ আত্ম নিবেদন হয় না।

আত্ম নিবেদন না হওয়া পর্য্যন্ত গুরু হয় না। এমন গুরু-ত্যাগে, গুরুত্যাগির যে অপরাধ, তাহা হয় না; তবে গুরু শব্দ এক জনের উপর, কিছুকাল ব্যবহার করিয়া যদি ত্যাগ করে, ঐ আংশিক গুরু নামের মর্য্যাদা রক্ষা হেতু শিষ্য নাম-ধারীর ভাঙ্গা বেড়া পড়িয়া, যাওয়া যেমন অনিষ্ট, তেমন অনিষ্ট ঘটিবে, আর কিছু হবে না। গুরুর জন্য ধন উপার্জ্জন, গুরুর জন্য

শরীর ধারণ গুরুর জন্য বিত্ত, সম্পত্তি, গুরুর জন্য স্ত্রী পুত্র গ্রহণ, যে গুলি গুরু সেবায় লাগিবে না গুরুর সন্তোষ হবে না, এমন অর্থ বিত্ত আমার কাছে থাকিতে পারিবে না। এইরূপ যখন হবে, তখন গুরুভক্তি।

তাঁর পদেই বিকাও, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের সত্বা উপলব্ধি কর। যাঁর দাসত্ব করিবে তাঁর ভিতরের জিনিষ তোমার মধ্যে আসিবে সেবার ইহাই মোক্ষ্য গুণ। অর্থাৎ খুব জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, স্থির বুদ্ধি, সর্ব্ব বিষয়ে অটল, জিতেন্দ্রিয়, ভগবৎ, প্রেমাস্পদ, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ তিনে সমান অধিকারী, গুরুতে আত্মসমর্পণ কর, অন্য বদ্ধ বিষয়ি শত শত গুরু ত্যাগ করিয়া, এমন গুরু করা যায়, শত শত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, এমন গুরুর সঙ্গ করা যায়, তাতে দোষ হয় না।

সৎগুরুই সর্ব্ব মোক্ষ্যের দ্বার স্বরূপ
"গুরুদেব সর্ব্বদেব ময়"
কেবল মুখে বল্লে নয়।
কলির যজ্ঞ হরিনাম, মোক্ষ্যবলং
গুরু কৃপা, গুরু কৃপাহি কেবলম্।

বহু জন্মের পুন্যফলে সৎগুরু লাভ হয়, তেমন অনেক ভাগ্যফলে গুরুতে বিশ্বাস জন্মে, গুরু কৃপা যার হয়, সে ব্যতিত গুরুর মাধুর্য্য, গুরু কৃপার অর্থ, অন্যে বুঝিবে না। গুরু শব্দ কি মধুর, কি প্রাণারাম, গুরু কৃপা যার আছে সে জানে যে গুরুর আদেশ পালন করিয়া, দিবা রাত্র খাটিয়া গুরুর সন্তোষ বিধান করিতেছে, সে জানে গুরু কি ধন।

গুরুর সন্তোষ কোনটা? শিষ্যের মনে যখন গুরু কর্ম্মে মত্তত৷ জন্মে তখন।

"গুরুর বর্চ সত্য" (বেদবাণী) গুরুর আদেশ পালন করিতে, যদি অধর্ম্ম হয়, তবে তাহাও করিবে, গুরুর বাক্য পালন করিতে গেলে, যদি প্রাণ যায়, মান যায়, অর্থ, বিত্ত, ধন, স্ত্রী, পুত্র এমন কি দেহটা যদি পাত হয়, তথাপি গুরুর অজ্ঞা পালন করাই চাই। গুরুর বাক্যের উপর আর কিছু নাই, বিচার নাই, অবিচারে গুরুর আজ্ঞা পালন করাই, সকল ধর্ম্মের সার, সকল কর্ম্মের সার। মানুষের ভাল মন্দেরদিকে তাকাইও না, এমন কি গুরুর আদেশীয় কর্ম্ম, করিতে গেলে, যদি নিজের পরিবারের লোক হইতে সমস্ত, পৃথিবীর লোক বিপক্ষ হয়, তথাপি তাঁর আজ্ঞাই বলবান্। ভগবান্‌কে কিরূপে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টায়, যিনি চেষ্টিত নন্, তিনি ত্যাগের উপযুক্ত গুরু, যিনি পরের কোনরূপ দোষ, কোন অবস্থায়, মনে মুখে নেন্‌না তার হৃদয় নির্ম্মল জানিও। যে নিজে দোষি, সেই সকল মানুষকে দোষি দেখে, যে পবিত্র নির্দ্দোষ, সেই সকল মানুষকে নির্দ্দোষি দেখে, পবিত্র দেখে, সেই মানুষকে ভগবানের প্রতিবিম্ব জ্ঞানে, সর্ব্ব জীবের প্রতি, অচলা ভক্তি, এবংপ্রীতি রাখে।

সৎগুরু ভিন্ন কিছুই হয় না।

গুরুভক্তি ভিন্ন ঐহিক, পারত্রিক কোনরূপ মঙ্গল হয় না।

গুরু পরোতরং নাস্তি।

গুরু যার হৃদয়ে প্রবেশ করিরাছেন, সেই জানে গুরু কি ধন। গুরু কৃপা যার লাভ হইয়াছে, সেই গুরুতত্ত্ব, ক্রমে ক্রমে অবগত হইবে। গুরু শব্দ অস্থি, মর্জ্জা, মাংসে ধ্বনীত না হওয়া পর্য্যন্ত, গুরুর কৃপা কি? গুরু কি! তাঁহার বাক্যের সার বর্ত্তা কি, কিছুই অবগত হইবে না। এইসব কথার মধুরতা সেই বুঝিবে, যার হৃদয়ে সৎগুরুরূপ অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে। গুরু ভক্তি লাভ না হইলে, গুরু ভক্তের কথা বুঝিবার সাধ্য নাই। তবে বায়রা পণ্ডিতি বুঝ সব কথারই একটা একটা আছে। সে বুঝ আর, এবুঝ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বুঝে সেই বুঝে, সে অন্য কেহকে, বুঝাইয়া দিতে পারেনা।

শরীর মনের দ্বারা গুরুর জন্য খাটিতে খাটিতেই গুরু ভক্তি, গুরুজ্ঞান, হৃদয়ে উপস্থিত হয় সেই জ্ঞান কেহর মুখ হতে পাইতে হয় না, গুরুর আজ্ঞাপালন দ্বারাই লাভ হয়। গুরু দেবেরও স্ত্রী মুখ হইতে নিতে হয় না, সেবা প্রভাবে হৃদয় নির্ম্মল হলেই হৃদয়ে তত্বজ্ঞান সঞ্জাত হয়।

যখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সৎকাজ, সৎসঙ্গ ঘটিবে, তখন নিশ্চয় জানিও, তোমার গুরু প্রশন্ন হইয়াছেন।

মানুষেতে বস্তু জ্ঞান।

যেমন কুদাল, খন্তা, নৌকা ইত্যাদি জিনিষ তেমন মানুষ ও জিনিষ, ঈশ্বরের একটা যন্ত্র, নৌকা বাইয়া, কাজ করে, নৌকাই

চলে কিন্তু চালক আরেক জন। মানুষও ঠিক সেইরূপ, মানুষই চলে, বলে কাজ করে, কিন্তু করায় আরেক জন, একটুকু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলেই সুন্দর বুঝাযায়, মানুষেতে বস্তু জ্ঞান আসিলে, প্রত্যেক কার্য্যে, ঈশ্বরকে দেখা যায়। তখন আর যুদ্ধের ক্ষমতা অর্জ্জুন কি নেপোলিয়ানের দেখি না। ইলেক্‌ট্রীক ট্রেন আবিষ্কারক মানুষকে মনে করিয়া, আর মানুষকে ধন্যবাদ দেই না। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অবস্থায় দেখি ভগবান, মানুষ দ্বারা করাইয়া, জ্ঞানীর চক্ষে ধরা পড়িয়া যাইতেছেন। অজ্ঞানী, ঈশ্বর ভুলিয়া সংসারটাকে মানুষের লীলা ক্ষেত্র ভ্রমে, মানুষের ক্ষমতা দেখিয়া, ধন্যবাদ, সাধুবাদ মানুষকে দিতেছে। এবং মহামোহে অভিভূত হইয়া বলিতেছে, মানুষের অসাধ্য কিছু নাই।

সমস্তই মানুষের অসাধ্য মানুষের সাধ্য কিছুই নাই। কোনদিনই ছিল না। ভগবানের সাধ্যের অতীত কিছু নাই। সাধুবাদ, ধন্যবাদ একমাত্র ভগবানেতেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

মানুষ, শরীরের উপাধি, শরীর জড় পদার্থ। জড়ের ক্ষমতা কি ? কুদালে মাটি কাটে, তা বলে কি মাটি কাটার বাহাদুরি কুদালের ? ফুলটা বড় সুন্দর সুন্দরের বাহাদুরী কি ফুলের ? যিনি গড়িয়াছেন তাঁরই সকল। যে পর্য্যন্ত অহঙ্কারের অধীন আছে, সে পর্য্যন্তই আপন কর্ত্তৃত্তাধিন মনে করিবে। কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া শরীরের ক্ষমতার গুঢ় তত্ত্ব বুঝিলে আর মানুষের ক্ষমতা দেখিবে না।

শরীরের খেলা সংসার অজ্ঞানীর সার শরীর, জ্ঞানীর সারও শরীর, প্রভেদ এই। অজ্ঞানী শরীরে মজিয়া, শরীরের কুস্থভাবে মুগ্ধ হইয়া, শরীরের ষুইত, যোগাইয়া, শরীরটাই আমি জ্ঞানে, স্বেচ্ছাচার ভাবে বিচরণ করিতেছে। শরীরের সুখের জন্য সমস্ত কার্য্যই করিতে পারে, এই হিসাবে শরীর সার। জ্ঞানীর সার ও শরীর কিরূপ জান? এই মানব শরীর দ্বারা ভগবান লাভ করা যায়, ভগবানের নাম করা যায়। শরীরের স্বেচ্ছাচার নাশ করিয়া, ঈশ্বর এই মানব শরীরে যত স্পষ্ট প্রতি-ভাত হন, যত পবিত্র ভাব, পবিত্র কার্য্য করান, তত আর সংসারের কোন জিনিষ দ্বারা করান না।

মানব শরীরে ঈশ্বরের পূর্ণাভির্ভাব হয়। এই শরীর দ্বারা ভগবানের দাসত্ব করা যায়, ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, প্রেম, লাভ করিয়া এই শরীর দ্বারা ভোগ করা যায়, শরীর ছাড়া ঈশ্বরানন্দ, আর কিছু দ্বারা ভোগ হয়না, এই হিসাবে জ্ঞানীর সার শরীর, ঠাকুর দেহটিকে মোহরের বাক্স বলিতেন এই দেহে ভগবান মোহর আছেন, এই শরীর নির্ব্বিকার পবিত্র হইলে শরীরই স্বর্গ, শরীরই বৈকুণ্ঠ, তাই মানব দেহ ধন্য, এবং আদরের ধন।

মন! বুঝিতে কি বাকী আছে নাম সার? নাম কর্ত্তব্য, নাম ধর্ম্ম, নাম কর্ম্ম, নাম কথা, নামই সব, বুঝিতে কি বাকী আছে কর্ত্তব্য বোধই ধর্ম্ম জগতের বন্ধন। অমুক কার্য্য কি কথা, না বল অন্যায় এটাও যে ভূল। নামোচ্ছারণ হতে কোনটাই

শ্রেষ্ট নহে। নাম ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে কোন কর্ত্তব্যে, কোন পাপে, আমাকে পাবে না। তাহা কি বুঝিতে এখনও বাকী আছে নাম যদি অবিরাম নিতে বিরস হয়, অপর কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎগুরুর স্মরণাগত হওয়া, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের বিশেষ আবশ্যক। নিজেকে অজ্ঞান মনে করা, কেবল ছোট অবস্থা নহে। মনে প্রাণে অজ্ঞানত্ব উপলব্ধি করাও একটা সাধন সাপেক্ষ, নিজেকে অজ্ঞান বোধ আসিলে, জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য প্রাণের টান হয়, ঐ টানে ভগবান মিলাইয়া দেন। যে পর্য্যন্ত বুঝ কর্ম্মে না পঁহুছে, সেই পর্য্যন্ত তুমি বুঝনাই, ইহা নিশ্চিত সত্য, যাহা নিজে বুঝনাই তাহা অপরকে, বলিতে বুঝাইতে তোমার লজ্জা আসে না, এর পর, আর ঘৃণিত কি থাকে।

ওহে ঘৃণিত মন।

নাম করিয়া, পরকে নামের উপদেশ দেও, কর্ম্ম করিয়া, পরকে কর্ম্মের কথা বল, ইহাও জানিও যত দিন বলিতে, কহিতে, করাইতে প্রবৃত্তি আছে, ততদিনই তুমি অনুপযুক্ত। ততদিনই কেহ তোমার কথা শুনিবে না, তোমার কথায়, কর্ম্ম করিবে না, এখনও আত্ম সম্বরণ কর, তুমি যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ থাকিবে। সেই পর্য্যন্ত বাহিরের অবস্থায়, বিচালিত হবে, অভ্যান্তরচারি হইলে ঠাকুরের সহিত নিত্যসম্বন্ধ, স্থাপিত হবে।

নাম কি, কর্ম্মে ডুব দেও,
আর দেরি করিও না।

যদি হনুমানের মত শক্তিমান হও, তবে অন্তরে হরিনাম, বাহিরে গুরু আজ্ঞা জনিত কর্ম্মে, উভয়টায় ডুব দেও।

প্রভূ! কিছু হউক না হউক, সৎকার্য্য করা খুব, প্রয়োজন। কর্ম্ম যখন না করিয়া থাকারই যো নাই, তখন সৎকার্য্যাদীর, আবরণে থাকা, সৎলোকের করণীয় কর্ম্ম গ্রহণে থাকা, সৎলোকের উপদেশানুযায়ী কর্ম্মে লিপ্ত থাকা খুব উচিত।

মন গড়া কর্ম্ম অকর্ম্মে গণ্য। ঈশ্বরের উপর স্নেহ মমতাই ভক্তি, মানুষের শরীরের খাটনী যেখানে, স্নেহ মমতা, মন প্রাণ সেইখানে, শরীর দ্বারাই খাটিয়া, ঈশ্বরের দিকে মন প্রাণ নিতে হয়। শরীর ছাড়া আর কিছু আমরা হাতে ধরিতে পাই না। যিনি সেই পথে চলিয়াছেন, তিনি স্বীকার করিবেন, অন্যে মনে করিলে হয় বলিয়া তর্ক করিবে মাত্র। আদেশ পালনের অর্থ-ইত্যা, আদেশ শরীরের উপর হয়। আদেশীয় কর্ম্ম শরীর ছাড়া কিপ্রকারে করিবে। মহাপুরুষের মুখের কথাই আদেশ, আদেশের অর্থ ঈশ্বর শূন্যে কয় না, কি মনের মধ্যে কথা উঠিয়া, যে কাজ করে, সেটাও ঈশ্বর আদেশ নহে, সেটা মন গড়া ধর্ম্ম, এটা দ্বারা জীবের কিছুই হয় না। যেমন, তেমন থাকে সাক্ষাৎকার ভিন্ন আদেশ হয় না। মহাপুরুষদিগের বাণী ছাড়া সেই মহান্ ঈশ্বরের দরবারে, পঁহুছান অসম্ভব।

ভগবানের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ? আমি যে তাঁকে ডাক্‌বার অধিকার আছে তাহাই সকলে মনে করিতে পারেন না। এত আবরণের মধ্যে মানব আছে। ঈশ্বরই জীব জগত হইয়া

রহিয়াছেন। নচেৎ আমি সর্ব্বদা চিন্তা, চেষ্টা, কর্ম্ম করি দেহ সংক্রান্ত, এর মধ্যে তাঁকে মনে হয় কেন? যেমন আমরা টাকা উপার্জ্জন করি, সংসার উদ্দেশ্যই চৌদ্দ আনা লোকের, পোনে দুই আনা লোকের মধ্যে ধর্ম্ম উদ্দেশ্য, এক পয়সার মধ্যে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে টাকা উপার্জ্জন থাকা সম্ভব করি, তবে পোনে ষোল আনার ভিতরইত, ঈশ্বর সংক্রান্ত টান না থাকা সম্ভব ছিল! কিন্তু তাকি আছে? তা নয়, পোনে ষোল আনার ভিতরইত সংসারের সব প্রীতি ব্যর্থ করিয়া, তাঁর প্রীতি সময়ে সময়ে প্রকাশ পায়, এবং না বুঝিয়া না পাইয়াও সেটাই সার, এটা অসারতা বলিতে বাধ্য হয়। যারা সংসারে সত্যবাদী, তারাও ঈরের বিশেষ সত্ত্বা চক্ষে প্রত্যক্ষানুভূতি না করিয়াও তিনি আছেন, ঈশ্বরই সত্য আর সব মিথ্যা এরূপ বলিয়া থাকেন, এ বলাটা কিন্তু সত্যবাদীর পক্ষে মিথ্যা বলা হয়, কারণ অনুভব সহকৃত বলা (প্রকৃত দেখা ধরা নহে) কিন্তু ভগবানের এমনই জ্বলন্তসত্ত্বা পৃথিবীতে রহিয়াছে। যে না বলিয়া না ভাবিয়া কেহই পারেন না, অতএব তাঁর সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ কিপ্রকার? আমাদের সূক্ষ্ম অস্তিত্বই তিনি, তাঁতে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তিনিই আমি, আমিই তিনি, এই পৃথিবীর কোন সুখেই সুখী হইয়া নিরাকাঙ্খ হইতে পারি না, সেই আকাঙ্খা তাঁকে না পাইলে, না ছুঁইলে মিটেনা, তবে তিনিই আমাদের প্রকৃত সুখ, শান্তি। আমরা তাঁকে নিয়াই প্রকৃত সুখ পাই, তাঁকে ছাড়া স্ত্রী, তাঁকে ছাড়া টাকা, তাঁকে ছাড়া বন্ধু বান্ধব, জ্বালায় পূর্ণ অপবিত্রতায়

পুতি গন্ধময়, তাঁকে সকলের মধ্যের মাণিক বুঝিয়া লইলে, সুখে দুঃখে বিকল হইব না। তিনি আমাদের অহেতুক বন্ধু, আমরা শত কাজে শত ভাবে তাঁরপ্রতি কুলাচরণে থাকিলেও তিনি নানা ছলে, নানা কলে, ফেলিয়া তাঁরদিকে আমাদেরে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছেন বুঝি না বুঝি তিনি একজন আছেনই ইহা নিশ্চিত সত্য, তিনি না থাকিলে আমি কেন বিপদে তাঁকে স্মরণ করিব, কেন তাঁর নামে সুখ পাইব। কেন নাম নিতে নিতে প্রাণে টান হয়, আনন্দ হয়, নব নব জ্ঞান দ্বারা নামের মহিমা, সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ বুঝিয়া লইতেছি, নাম জপিতে জপিতে সময় সময় আমাকে এমন বিকল করে যে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রাণকে, আহুতি দিয়া তাঁর অভয় চরণে স্মরণ লই, তাঁর শীতল পদে লুকাইয়া সংসারের আড়ালে চলিয়া যাই। আমি যে শরীর নহি তাহাও নাম জপিতে জপিতে উদয় হইয়াছে, আমার সব সুখই যে ভ্রান্তিবুদ্ধির মূলে তাহাও নাম উচ্চারণে বুঝিয়াছি, মানুষের একমাত্র প্রাণের বন্ধু যে ভগবান তাহাও নামেই বুঝিয়াছি, নাম নিতে নিতে নামের স্বগুণে ইহা উদয় হইয়াছে। এই জগতের প্রাণ মণি ভগবান গুরু ভিন্ন কেহই নয়, স্ত্রী, পুত্র টাকা, সুহৃদ, স্বজন তাঁর মত ধন কেহ নয়, সেই ধন পাইবার চেষ্টা কখন আসিবে? যখন তাঁকে প্রকৃত ধন বোধ হবে, পরের কথায় নয়, বই পড়া জ্ঞানে নয়, (মনে প্রাণে আত্মায়) তাঁর শীতল পদের আকর্ষণে যার হৃদয়কে টানিয়া লইয়াছে, সে জানে তিনি একজন, হৃদয়ের ধন। সেই ঐ ধনের চেষ্টা, চিন্তা,

ভাবনা করিবে, না পাওয়া পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে আশাপথ প্রতীক্ষায় কর্ম্ম করিয়া, ক্রমে তাঁরদিকে অগ্রসর হইবে। তাঁর প্রবল টানে, তাঁর কর্ম্মে জীবনাহুতি শরীরের সুখ মনের সুখে জলাঞ্জলী দিয়া মান অপমানকে শিরে ধরিয়া একমাত্র ভগবান্ লক্ষে অপর সব বিষয়ে বোঁকা এবং বিজ্ঞ হইবে। তিনি যে প্রাণ হইতেও প্রিয়তম্, তাহা তাঁর নাম, তাঁর অকৃত্রিম ভক্ত সঙ্গ দ্বারাই লাভ হয় অন্য উপায় নাই। তিনি মায়া রাজ্যের পর পারের বন্ধু, কাজেই মায়ার পারে তাঁকে বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না এমনই ঘোর মায়ার আবরণ যে যিনি সুখ স্বরূপ, সুখময় তাঁকে সুখ বুঝিতেই পারি না, কি উপায় প্রাণের বন্ধু যিনি তাঁকে ভাবি না, দেখিতে পাই না, বলে অন্তরে জ্বালা নাই। দিনের পর দিন যে চলিয়া যাইতেছে, গতকল্য যেমন ছিলাম আজও তেমনি আছি। এই বিরাট জগতের মধ্যে আমি উপায়হীন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র একজন আছি। আমি কি উপায়ে মহারাজার দরবারে স্থান পাইব, এই প্রকৃত ভাবনা উঠে,—কৈ ? কোথা হতে আসিয়াছি, কোথা যাব কেন আসিয়াছিলাম, কার প্রেরণায় এখানে, এ গ্রামের, এ বাড়ীতে, এ জাতিতে জন্ম হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম চিন্তা, মোক্ষ গড়জ উঠে কৈ ? কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টাতেই ব্যস্ত। সাংসারিক মান সম্মানেই ব্যস্ত, হলেও, জানিও এ সকল ছোট কর্ম্ম হতেও বৃহৎ কোন কর্ম্ম আছে। যাহা নাকি সেই প্রভূর প্রেমকে আনয়ন করে, তাঁকে ভিতরে, বাহিরে ধরিয়া দেখ, দেখাইয়া

দেয়, বুঝাইয়া দেয়, বুঝিতে শক্তি দেয়, ভক্তি দেয়। শরীরের অনর্থ নিবৃত্তি না হইলে, ভগবান যে প্রাণ বন্ধু তাহা বুঝা যায়না, অতি প্রিয়তম্ তিনি, জীবের প্রণয়ের আস্পদই তিনি, কর্ম্ম ভিন্ন সে জ্ঞান, সে ভক্তি পাইবে না, মনের অনিচ্ছাতে ও শরীরের বেযুইতেও, তাঁর মোক্ষ কর্ম্ম করিতে হয়। মহতের সেবাদ্বারাই তাহা পাওয়া যায়, যাঁর চিত্ত ঈশ্বরেতে উম্মুখ, তাঁর সেবা ব্যতিত, সে জ্ঞানে সহজে পঁহুছিবার অপর পথ কি আছে? তুমি তোমারে বিচার করিয়া দেখিও, কার সেবা কার চিন্তায় তোমার কাল কর্ত্তন হইতেছে। নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে যে যাহা করিবে, তার মনের গতি সেইদিকে হবেই হবে, অতএব প্রত্যেকদিন ভোরহতে রাত্রের নিদ্রায় অভিভূত, কাল পর্য্যন্ত সাংসারের কাজ যার করিতে হয়, তার কর্ম্মের ফলটুকু নিষ্কামির হস্তে সমর্পণ না করিলে মুখে মুখে কি হইবে? প্রত্যেক সাধুর বাহিরের দুর্ণাম ঠেলিয়া, তাঁর ভিতরে গিয়া তার ভালবাসা পাইয়া দেখ, তার কর্ম্মে কি গুরুত্ব আছে। কোন না কোন বিষয়ে তার বিশিষ্টতা আছেই আছে। তোমার বুদ্ধির অভেদ্য হতে পারে (ইহা সর্ব্বদাই জানিও) তবে তাঁর কাছেই তাঁর ধর্ম্মের গুরুত্ব, বুঝিতে প্রার্থী হও। তাঁর দয়া হইলেই তিনি তার অন্তরের জ্ঞানে তোমার চিত্তকে বিশোধিত করিয়া ঠিক বুঝাইয়া দিবেন, যদি তোমার সময় ভাল পড়িয়া থাকে, ঈশারায় বুঝিবে, আমি আর কিছু বুঝিনা, সাধুও বুঝি না, শততাও বুঝিনা কিন্তু মানুষটা ক্রমে মরা হওয়ার কাম, ঈশ্বরের কর্ম্মে ব্যাকুল

হওয়ার কাম, তাঁর কথা, তাঁর কর্ম্ম, তাঁর ভক্তের সঙ্গে, ভক্তের প্রতি, তার কর্ম্মেরপ্রতি, ভালবাসার দরকার, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে তাঁরে নিয়া থাকা, হৃদয়ের বিনিময় ভগবানের সঙ্গে হওয়ার কাজ, নিজের দেহের যুইত মত্‌লবে দোষ দেখিয়া তাহা পরিহার করিবার কাজ, তাঁরে ভালবাসার সাহস চাই, অনর্থ সাহস না করিয়া, তাঁর কর্ম্মে সাহস করা উচিত, গুরুনিয়া গুরুর আদেশ নিয়া, জীবন কাট। "ধইর চরণ যাবতজীবনরে" ঠাকুরের পদ। গুরুর দরকারে, তাঁকে টাকা দেই না, আমার দরকারে গুরুকে টাকা দেই আমি টাকায় আট্‌কা, তাই আমার গুরুকে টাকা দেওয়া দরকার, আমার সব তাঁকে না দিলে, আমার বন্ধন ছুট্‌বে কেন ?

যাহা বাসনা কর কর্ম্ম ছাড়া তাহা পাইবে না। দশরথ রাজা পুত্রজন্য যজ্ঞ করিয়া পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন পাশুপাত অস্ত্র মহাদেবকে সাধনা দ্বারা লাভ করেন, সেই প্রকার যে যা, চাও তা মনের আউলা চাওয়ায় হবে না, বিশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা চাইতে হবে, তবে এই জন্মে কি পরজন্মে নিশ্চয় লাভ হইবে।

সৃষ্টিকার ! যেমন গড় তেমন হয় না, অন্যরূপের করুইয়া কেউ আছে যদি থাকে সে কে ? কৈ যাব ! কি করিব তোমার গণ্ডীর বাহিরে কিছু আছে ? আমার প্রকৃতি রুচি তোমার গড়া কি না ? আমার কর্ম্ম কোথা হতে আসে ? তোমার ইচ্ছায় কি না ? আমার আমির বেড়ের মাঝের সব তোমার কি না তোমার ইচ্ছা যে মানে সে প্রকৃতির মাঝে যা ঘটিতেছে তাহাই তোমার কর্ম্ম

মনে করে করিয়া শান্তিলাভ করে। সে প্রখর রৌদ্রে ভীষন ঝড়ে তোমার ইচ্ছা, অতি সুখে অতি দুঃখে জড়া মৃত্যুতে আনন্দে নিরানন্দে চোর বদ্‌মাইসে সাধু সন্ন্যাসী তীর্থব্রতে কেবল তোমার কর্ম্ম দেখে। সে কোন মানুষের কিছু কর্ম্ম দেখে না, হাট বাজার চুড়ি ডাকাতি চাকুরি সমস্তের মাঝে তোমার খেলা দেখিয়া সকলের মাঝেই তোমাকে মানিয়া লয়। চুরি ডাকাতি সাধু সন্ন্যাসী যেখানে যেমন ইচ্ছা যে মানুষকে যেমন গড়িয়াছ সে তেমনই হইয়াছে। তোমার ইচ্ছার অতীত কিছু হয় নাই চোরকে সাধু সাধুকে চোর কে করে? সকল কার্য্যই তোমার। তুমি যেমন গড়িয়াছ তেমনি সৃষ্টি হইয়াছে। আমি ভাল হব, অমুককে এমন করিব ইহা আমার ভূল। ভূলও তুমিই দিয়াছ। জগত পিতা! তোমার ইচ্ছার মাঝে যেন আমার নিরাপত্য হয়।

তোমার ভাল মন্দ অবস্থায় গা ঢালিয়া তোমার মুখপানে তাকাইয়া সুখে দুঃখে যেন অবিচলিত থাকি।

শান্তি চাই প্রেম চাই ভক্তি চাই সাধু হতে চাই সবই ভুল। আমি যেন আর কিছুই না চাই। তুমি যখন যেমন রাখ সাধু কি চোর সবঅবস্থায়ই যেন তোমার ইচ্ছা দেখিয়া প্রাণে মানিয়া লই, সব গুরুতেই ত তুমি, সব কর্ম্মইত তোমার ইচ্ছা পুরণ করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবইত নানাকর্ম্মে নানাভাবে তোমার মহিমা গান করিতেছে ঐ দায়রার খুনি আসামী হতে সাধুর প্রেমতলা সবই কি তোমার মহিমা গান করে না? সবই কি তোমার মুখপানে তাকাইয়া নয়? সাধুর হরি নামের ফলদাতা যেমন

তুমি, দায়রার বিচার ফল দাঁতাও তুমি, সকলইত তোমার শরণে আছে। ন্যায়কারি ন্যায়ের বলে তোমার মুখ তাকায়, অন্যায়কারী পতিতপাবন হেতুতে তোমার মুখ তাকায়, আবার যে মনে প্রাণে ভাবে সেই ফলটী লাভ করে; পৃথিবীর হিসাবে কোন ফল কেহ পায় না। আমি সাধু হতে চাই তম্মূলে তুমি, চোর হতে চাই তাও তোমারই ইশারা; না বুঝিয়া এত দিন অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছি, এখন দেখি সব তোমার খেলা, এখন তোমারও জ্বালা যাক আমারও জ্বালা যাক। যখন যেমন রাখিবে তেমন ভাবেই তোমাকে ভাবিতে যেন পারি।

আমি পাপে তাপে জ্বলিলেও তোমার গুঢ় উদ্দেশ্যই সফল হয়। নিতান্ত অজ্ঞান বলে বুঝিনা।

এক সময় তোমার জন্য প্রাণে টান হয় আবার লোপ পায় ইহার মূলে কি আমি না তুমি? এক সময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি আবার তোমার চাতুরিতে ভঙ্গ হয়, পরে বুঝি, তাতে আমার কি হলো তোমারই একটা কর্ম্ম নষ্ট হলো, আমিতো তোমরই একজন বলে জগতে ঘোষণা। তাতে কলঙ্ক আমার কত? তোমার একটা লোকে তোমার কর্ম্ম পারিল না। সৃষ্টিই তোমার খেলা তোমার খেলার নামই সৃষ্টি অথবা ইচ্ছা। একজন নিরোগী হয়ে জীবন কাটবে তাও তোমার ইচ্ছা আর একজন আজীবন রুগ্ন শয্যায় কাটবে তাও তোমার ইচ্ছা। মানুষের নিজ ইচ্ছার কোন কর্ম্ম থাকিলে প্রত্যেক প্রত্যেকের মনের মত হত। তাহা কি কেহ পারে?

কর্ম্মফল কি মানুষের না ঈশ্বরের ? আমি কৃষি কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জন করিয়া দুর্গোৎসব করিব তৎফল ভাগি আমি কি প্রকারে ? খেত করিতে রৌদ্র, বৃষ্টি বায়ুর সাহায্য ভগবান করিবেন, তৎপর ধান হলো পূজায় লাগ্‌ল পুজার ফল আমি ভোগিব কোন গুণে ? নারদ ব্যাশসপ্তমনু ইত্যাদি মুনি ঋষিগণ এক একজন এক এক রূপ কর্ম্ম করিয়া এক এক নাম ধারণ করিয়াছেন। যাহা দ্বারা যেমন কাজ করাইয়াছ তেমন উপাধি দিয়া সংসার নাট্রে সাজাইয়াছ না নিজে নিজে নারদ ব্যাশ হইয়াছে ? কখন নয়, তোমার ইচ্ছার সাজ সকলের গলদেশে দিয়া জগতের চক্ষে ধরিয়াছ। আমাকে যেমন গড়িয়াছ তেমন চাল চলন আপনি হচ্ছেছে।

তোমার শীতল পদের ছায়া যে পায় নাই, তোমার সুশীতল অঙ্গ যে স্পর্শ করে নাই বিধু মুখের কথা যে শুনে নাই তার সচ্চরিত্রতার মূল্য কি ? তার যীতেন্দ্রিয়ের গৌরব কি ? দেহ ধারণের ফল কি ? তোমা হেন ধন হতে বঞ্চিত থাকাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে ?

ভগবৎ কৃপার মহিমা।

মন না থাকিয়া, প্রাণ না থাকিয়া, শরীরের রুচি বিমার্গ থাকিয়াও তাঁর কৃপার কর্ম্ম করিতে হয়। কৃপার জোর কি আশ্চর্য্য।

কৃপাহি কেবলম্ ।

জীবের পরিত্রাণ জন্য ভগবানের কতকগুলি বিশিষ্ট আল্‌গা বিধান আছে। তন্মধ্যে প্রধানতম "হরিনাম" 'গুরুকৃপা" তৎপর সৎসঙ্গ, সৎকাজ, সত্তেতে বিশ্বাস, তৎপর দৃঢ়তা, স্থষ্টির রহস্যভেদ, তৎপর নিজ হৃদয়ে তাঁর লীলা খেলার বিচিত্রতা উদ্ভুত হওয়া। তৎপর মানুষের মায়িক ধান্ধাকে লঙ্ঘণ করা। সংসারের সব অবস্থায় ভগবানকে নিয়া থাকা। বিচলিত অবস্থাতে তাঁর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হওয়া ইত্যাদি।

হরি তোমাকে পাইয়া আমার নিজের যুইত মত্‌লব ছাড়িয়া দিয়া কেবল তোমার যুইতে যুইত ধরিয়া জন্ম জন্ম কর্ত্তন করি এই আমার বুদ্ধি যোগের প্রার্থণা।

নচেৎ তোমারে পাইয়া আপন যুইতে তোমারেও নামাইয়া লইলে, তোমাকে পাওয়ার মূল্য কি থাকে? আমার স্বেচ্ছাচার নাশ হউক, এই আশীর্ব্বাদ প্রতি পলে পলে করিও, প্রভু! তোমার অন্তরের আশীর্ব্বাদের খুব বেশী মূল্য আছে। তোমার আশীর্ব্বাদ কখনও পণ্ড হয় না, আমি চিরতরে তোমার নিজ আচারের অধিন হই। গুরু আমি সর্ব্বভাবে তোমার হওয়ার কাম, তুমি আমাকে এখনকার প্রার্থনারমতে করিতে গড়িয়া লইতে কোন ক্ষমতা তোমার হাতে নাই, কারণ আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন ভার দিতে পারি না। আর এমন হওয়াও উচিত নয়। তবে জন্মান্তরে পরিবর্ত্তনের বিশেষ ক্ষমতা আছে, আর সেটাই তোমার মূল রহস্য। তবে এখন ইশারা দিযা যাইতে

পার, আমি তোমার ইঙ্গিতমত চলিলে সুফল ফলিবে, নচেৎ কুফলে জীবন যাইবে, তাতে বোধবর্গের কাছে তোমার কোন কলঙ্ক নাই।

আমি লোকের সঙ্গে পটুতার জন্য সকলই তোমার ইচ্ছায় হয় এই চাটুকারি কথা বলিতে চাইনা। আমার ইচ্ছাও আছে স্বীকার করিব। হীনাচারজনিত ক্লেদই আমার প্রত্যবায়ের কারণ। তোমার দরবারে পহুছিলে তোমার ইচ্ছায়ই সব, তুমি ইচ্ছাময়, আর আমাদের দরবারে থাকা পর্য্যন্ত আমাদের ইচ্ছা আছে ইহাকে অস্বীকার করিবেন। তুমি আর আমি এর এক কিনারায় যাই নাই, মধ্যখানে আছি। আমার শক্তির ভিতর কোন সময়ই তোমাকে প্রাণে স্বীকার করি না, তবে তোমার শক্তির ভিতর তোমাকে পারিয়া ও স্বীকার করি কি না পারিয়াও স্বীকারোক্তিতে থাকিঁ। তবে কোন সময় ভাগ্য-ফলে হৃদয় সরস হলে তখন অহংকার, নিচে পরিয়া সকল কর্ম্মে তোমাকে দেখি। মনের অস্থিরত্ব নিবন্ধন এ অবস্থাটা অধিক সময় ঠিক থাকে না।

তুমি "আমি" টাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে ব্যবহারিক জগতের কার্য্য শৃঙ্খলার জন্য। আমরা মূল ভূলিয়া তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমিকে আপন কাবেজে আনিয়া এখন এমনই পাকা আমি হইয়াছি যে, গুরুভক্তি, হরিনাম, সৎকার্য্য, সবটাতেই স্থূল সূক্ষ্মভাবে সুন্দর আমি গজ গজ করে। আমি পসার এত বারিয়াছে যে ভগবৎ প্রেমেও আমি কাট প্রবেশ

করিয়াছে। অপরের সহিত জীত কাটা রাখিবার জন্য আমি ভক্ত, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি।

কুল গুরু।

শাস্ত্রে যখন স্পষ্টভাবে ভগবৎ বাক্য রহিয়াছে। সৎগুরু করিতে হইবে, তখন কুলগুরু চরিত্রহীন হলে বদ্ধ বিষয়ী হলে যে তাকে ত্যাগ করিয়া অন্য সৎগুরুর শরণ নিলে গুরু ত্যাগ হলোনা এটুকু বলাবলিরই বিষয় নহে, বিশেষ আরও দেখা যায় নারদের পূর্ব্বে তাঁর বংশধর কেহ গুরু ছিল না এবং ধ্রুবের কুলগুরু কোন দিনই নারদ ছিলেন না সেই ধ্রুবের গুরু নারদ হলেন স্বয়ং ভগবানের আদেশে, অথচ ধ্রুবের পিতার অন্য গুরু ছিল।

যার এই জন্মে ঈশ্বর লাভের লোভ আছে তাঁরই সৎগুরু প্রয়োজন। নারদের নিজের ও মন্ত্র নেওয়া কুলগুরু হতে নহে একজন ভূমহতে মন্ত্র নিয়া ছিলেন। অতএব গুরুপুত্রহলেই শিষ্যের পুত্রে মন্ত্র নিতে হবে তা নহে সদাসৎ বিচার চাই। একজনকেই প্রাণের গুরু করা চাই, একজনেরই আদেশ পালন চাই, গুরু বহু হতে পারে না সাধুভক্ত বহুলোকের সঙ্গে মাখা-মাখিতে লাভ আছে কিন্তু গুরু একজন।

সাধুসন্ন্যাসীরা সর্ব্বদাই ভগবানকে চিন্তা করিতে উপদেশ দেন। ইহা কিপ্রকারে সম্ভব; আমার শরীরের যে রিপু প্রবল ঐ রিপুসহ মন সর্ব্বদাই ভাবিত। যার রিপু বিকার দুর্ব্বল

তিনি তাহা পারিতে পারেন। কিন্তু যে শরীরে প্রবল রিপু বিকার তাঁর সম্বন্ধে আধুনিক মহাপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও স্থির নিশ্চয় কিছু বলিয়া জান নাই। ঈশ্বর চিন্তা কি অজ্ঞান মানবের অগম্য ? প্রকৃতি ধরিয়া সাধনার কথা বলিয়া গেলে বোধ করি সকলেরই আশা ভরসা থাকে। অত্যন্ত সৎ ও অত্যন্ত অসৎ দুইটাই তাঁর দরবারের বাদ। অত্যন্ত দানে বলির নির্ব্বাণ মুক্তি হইল না। অতি সাধনায় ব্যাশের কাষ্ঠ রোধ হইয়াছিল ইত্যাদি দ্বারা প্রমান হলো যে, অত্যন্ত তা টা ভগবানের প্রকৃতির খেলার অন্তরায় জন্য এটা ভগবানের কাছে অগ্রাহ্য। অতএব ধর্ম্মকেও কেবল কর্ম্মের অধিনই মনেকরিওনা। তবে প্রথম জীবনে অধিক হরিনাম অধিক সৎকার্য্য সৎসঙ্গ করিলে ত্বরিতই এর দৃঢ় রহস্য বুঝা যাইবে। কিন্তু কয়েক দিন খুব করিয়া পরে কিছুই না করা এটা বড়ই অজ্ঞানতা যাহা নাকি সকলেই জানে সৎ তাতে লাগিয়া থাকাই উচিত, নাহলেও তো অসৎ কার্য্য হতে রক্ষা পাওয়া গেল। গুরু কৃপা ব্যতিত কোন ক্রিয়া ফলবতী হয় না, তবে সৎকার্য্য দেখিয়া গুরু সতপ্রবৃত্তিতেই কৃপা করেন, (যদি ভগবানের প্রেমলক্ষে সৎ কাজ করে)। বিনাকারণে ও গুরু কৃপা হয় সেটা শ্রীহরির নিজ গুণ। এবং বহু সৌভাগ্য সাপেক্ষ।

হৃদয় মনে আবদার বুদ্ধি থাকিলে সরলতা থাকিলে জোর করিয়াও কৃপা লাভ হয়। মনে কাঁন্দেনা তবু বনে বনে কাঁদিব। শরীরে গছে না। তবু জুর করিয়া শরীরের উপর তাঁর কর্ম্ম

চাপাইয়া দিব। এই অবস্থা ও বিশেষ সাধনায় গম্য। হরিনাম পরশমণি। গুরুকৃপা সর্ব্ব সার মোক্ষ্য পদার্থ। গুরু কৃপাযোগে নাম সৎসঙ্গ ফল প্রসু হয়। মোক্ষ্য বলং গুরুকৃপা। গুরু-কৃপাহি কেবলম্। তবে কি সর্ব্ব সাধারণে নাম নিবেনা ? অবশ্যই নিবে বাড়ীর উপর দিয়া জল চলিয়া গেলে কিছু ভিজিবেই। জীবনের লক্ষ্য ঠিক না হলে কিছুই হয় না। কর্ম্ম আগেনা লক্ষ্য আগে ? আংশিক উদ্দেশ্য নিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে লক্ষ্য ঠিক হইবে কর্ম্ম ছাড়া লক্ষ্য ঠিক হয় না। ভগবানের অলক্ষিত কৃপায় মহৎসঙ্গ লাভ হয়। চিনি বুঝিয়া খাইলেও মিঠা, না বুঝিয়া খাইলেও মিঠা। মহৎ সঙ্গের গুণ হরিনামের গুণ ফলবেই ফলবে। মহতের আদেশ পালনই মহৎ সঙ্গ, দাসত্ব ছাড়া ভিতরের সত্তা লাভ করিতে পারিবে না। তবে চক্ষের দেখাতে কথাবার্ত্তার আদান প্রদানেও অনেক লাভ আছে।

যার কাছে গিয়া প্রাণের দৃঢ়তা হয়, যার কৃপা কটাক্ষে সংসার বুদ্ধি নাশ হয়, যার সঙ্গগুণে ঈশ্বরে প্রাণের টান হয়, যার সঙ্গে বাস করিলে পার্থিব জগত ভূল হয়, যার কর্ম্ম চিন্তা করিলে চিন্তামণির তত্ত্ব উদয় হয়, যার মুখপানে তাকাইলে স্নেহ বর্ষণ হয় তিনি অতি মহান্। আবার প্রত্যেক অবস্থায়ই যার কাছে তাপ আসে, এবং অত্যন্ত তাপের ভিতর আল্‌গা থাকিয়া যিনি আনন্দ ভোগ করেন অপরকে আনন্দ দেন তিনিও মহান্।

যিনি হৃদয়ে বলদান করেন তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রাণের সংকল্প যিনি রক্ষা করেন তিনি মহান্। হাতের অনর্থ যিনি কারিয়া লইয়া প্রকৃত স্বার্থ দান করেন তিনি কৃপাময় গুরু।

অর্থ সার্থের মায়িক আবরণ যিনি ঘোচাইয়া দিতে পারেন, তিনি গুরু গড়িয়ান।

চিত্ত ঠিক হইলে অটল বুদ্ধি হয়। তখন সব করিতে সক্ষম হয়।

মনকে যে জগতে নিতে চাও, মনের প্রীতির জিনিষ সেই জগতে ফেলিয়া দেও। তবে মনের তথায় যাইতে কষ্ট হইবে না। যেখানে মন বসা আছে তথায় নিরবে বসিতে দিওনা, সর্ব্বদা গুরু কর্ম্ম দ্বারা উৎপাত করিবে তাহলে মনের বিরক্তি আসিয়া স্থান চ্যুত হইবে। মন বড় দুর্জ্জয়, যিনি কাড়াকাড়ি করিতে পারেন, তিনি জয় লাভ করিবেন। হরিনাম, সৎসঙ্গকে সংসার জগতে মিশাইয়া লও, তবে সংসার বিশোধিত হইয়া সংসারই আনন্দ কানন হইবে। দেহের অনর্থ নাশ দেহের কর্ম্ম দ্বারাই হয়।

জ্বালা জ্বালা জ্বালা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পারি না জ্বালা। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গহেতু জ্বালা। নামে ডুবিতে পারি না, মনকে শাসনে রাখিতে পারি না, জ্বালা। ভগবানকে না পাইয়া জীবনটা বিফল হইল জ্বালা। পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিষে মমতা বুদ্ধিতে জ্বালা, চোপে শান্তি চোপ হতে পারি না জ্বালা। আমি যে দগ্ধ হইয়া গেলাম, প্রভো! আর সহিতে পারি না আমাকে

বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া দেও, হরিনামে ডুবাইয়া দেও। নামের অশিমে তুলিয়া দেও।

তুমি নিজগুনে মায়ার বান্ধ ছাড়িয়া দেও, আমিতো এমন পাষণ্ড যে মায়াকে ঘোচাইতে ইচ্ছাও করি না। আরও বেড় লাগাই।

নামের স্বগুণে নির্ভর করিয়া কেবল জিহ্বাদ্বারা নাম উচ্চারণ কর। অবিরাম দিবা নিশি নাম করিতে হবে, নাম রুক্ষ হউক বিরস হউক, নাম লইলেই হবে, নাম নিজেই ব্রহ্ম। জিহ্বা স্পর্শ মাত্র ফল দান করে। যদি কেহ ভগবানের নামের মহিমাকে প্রকাশ করিবার জন্য, শরীর, মন ধন, জনকে ধরিয়া দিতে পারে নিশ্চয় মহিমা প্রকাশ হইবে। ভগবান আমরা যা কিছু কর্ম্ম করি তার একটা ফল পাই, ফল উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করি ফল পাই, তোমার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলে বোধ করি তোমাকেও পাব, কিন্তু ফলটী যত সহজে আসে তোমার সাক্ষাৎ-কার তত সহজে হয় না, এর দোষ তোমার নহে আমাদেরই। অন্য ফলের কর্ম্মটী যত মনে ধরে করি তোমাকে পাওয়ার কর্ম্মটী তত মনে ধরে করিনা বলেই তোমাকে সহজে পাই না। প্রভো! আমার কর্ম্মের ঠকা ফল না দিয়া তোমাকেনি তোমি দিতে পার! দয়াময় সেই পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম থাকিবে যে পর্য্যন্ত তোমাকে তুমি আমার করতলগত না কর। যে কর্ম্মে তোমাকে হাতে ছানাবস্থায় না পাওয়া যায় সেটা তোমার প্রিয় কর্ম্ম কেমনে হয়। সেই ডাকই ডাক যে ডাকে তুমি ভক্ত সহ ছুটিয়া আস,

এবং সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে আবির্ভূত হও। সেই তোমার প্রিয় ভক্ত যে নাকী তোমার পাছে২ ঘোরে, তোমাকে পাছে পাছে ঘোড়ায়।

কর্ম্মের ফল আছেই আছে সেই ফল গ্রহন না করিলে তোমাকে ফলের পরিবর্ত্তে পাওয়া যায় ইহা আমি তোমার বিশেষ কৃপায় জানিয়াছি।

সংকল্পিত কর্ম্ম চাই। ইহা ব্রত। ব্রতের ফল এই জন্মেই ভোগ হবে, বাকি পড়িবে না। কিন্তু অন্য ফলে ভূলিও না ভগবান্ লাভ চাই। ইহাই ব্রতের কামনা।

ভগবান্! আমাকে আমার পছন্দের অতীত তোমার প্রেমের পাগল কর। প্রভো! তোমার প্রেমের মধুরতার খবর কি আমি কোন দিন রাখিতাম? তোমার জন্য প্রাণ, ধন, দেহ তোমার জন্যই জীবন ধারণ করিয়া থাকাই যে মানবের কর্ত্তব্য তাহা কি তোমার কৃপার আগে জানিতাম? তোমার বিরহে দগ্ধ হওয়াই যে খাটি মনুষ্যত্ব তাহা কি আমি কিছু জানিতাম, আমি পশু সদৃশ মানব। স্ত্রীসংসর্গ সুখ টাকার সুখ, মানসম্মানের সুখ, শরীর মনের বৃথা সুখ ছাড়া তোমার অঙ্গ সঙ্গের সুখ, তোমার সেবার সুখ কি বুঝিতাম? না জানিতাম? তুমি নিজগুণে আমাকে কেন জানাইয়াছিলে? যদি আমি যাজন করিয়া না ভূলিলাম।

শ্রীশ্রীসত্য গোপাল ঠাকুরের ইচ্ছাই এই ছিল যে নিজে কেবল জীবনমাত্র রক্ষা করিয়া শরীরের সুইত মত্লব ছাড়িয়া

উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা হরিনাম লোকের খাওয়া দেবক্রীয়া পৃথিবীর মঙ্গল উদ্দেশ্যে করা, এই সকল কাজ করিয়া নিজে অর্থজনিত কষ্ট এবং কর্ম্মের লাঠঘাঠ ভোগকরাই তপস্যা, সৎকাজ করিতে গিয়া সংসার জীবনে যে কষ্টে পড়িবে তাহা সহিষ্ণু হও, সংসারের বিশৃঙ্খলা জন্য সৎকাজ কখন পরিহার করিতনা, নিজে মাছ, দুধ, খাইতে, স্ত্রীর মন যোগাইতে, দগ্ধ পোরা উদরের ভাবনা ভাবিতে, এই অসার পৃথিবীর মধ্যে রাজত্ব ভুগিতে আস নাই। ভগবানের মনের খেলার জন্য এই বিশ্বে আসিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া নিজের মনের খেলা খেলিতেছ। তাই যে কাজে যে ভাবেই থাক হৃদয়ে জ্বালা আছেই, খুব কোর্ট শার্ট লাগাও তাতেও জ্বালা মধ্যে আছে। খুব বড় বড় মাছ খাও জ্বালা হৃদয় জুড়াই আছে। মানব কর্ত্তব্য সাধন না করিলে কখনও জ্বালা জুড়াইবে না।

মন শান্ত না হওয়া পয্যন্ত ভক্তি আরম্ভ হয় না। শান্ত রস ভক্তির প্রথম সোপান।

পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলেও ঈশ্বর লাভ হতে পারে যদি ভজন বাদি পিতা মাতা হয়। তৎ প্রমান।

দের্ষি ভূতাপ্ত নৃনাং পিতৃনাং, ন কিংকরো নায়ো ঋণিচ রাজন্!
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং।

অস্যার্থ।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণের শরণ লইয়া শাস্ত্র সাশন ও কামনা ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণ ভজন করে, সে দেব ও পিতৃ ঋণাদি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধিন হয়।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ভক্ত চুড়ামণি প্রহ্লাদই জলন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

হরি শব্দের বহু অর্থের মধ্যে দুইটী মোক্ষ্যতম।

প্রথম। জীবের সকল অমঙ্গল হরণ করে।

দ্বিতীয়। প্রেম ও করুণা দান করিয়া প্রাণ মন হরণ করে। ফলতঃ যে কেহ যে কোনরূপে তাঁহাকে শরণ করুক না কেন! তিনি তাহার সমস্ত দুঃখ ও পাপ হরণ করিয়া তাহাকে আত্মসাথ করেন। যথা।

যথাগ্নি সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধ্ব্যাংসি ভষ্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধ বৈনাংসিকৃৎ স্নশ :

অস্যার্থ।

হরি নামের গুণে ভক্তি বাধক অবিদ্যা নষ্ট হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা দান করে, হরি শব্দের ইহাই মোক্ষার্থ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে। সত্যেধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মুখৈ, দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ। অস্যার্থ :—সত্যযোগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে, ত্রেতায় যজ্ঞ করিবে এবং দ্বাপরে সেবারূপ অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু কলিকালে একমাত্র হরিনাম কির্ত্তন করিবে।

কলির নূতন আইন।

১। মতলবের অভাবই অশান্তি।

২। মতলব রক্ষার নাম শান্তি নূতন আইন।

৩। স্বেচ্ছাচার জ্ঞান বদ্ধ জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

৪। জীবের প্রত্যেক ভোগ ভগবানের দয়া, ইহা বুঝিতে, বদ্ধ জীবের পক্ষে বিশেষ কৃপা না হলে বুঝিতে পারিবে না।

৫। ঐহিক সুখে বাঁধা ভগবানের কৃপা।

৬। সেচ্ছাচারির ঐহিকের সুখে বাঁধা জন্মাইলে সেই ঐহিক ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে বিরুদ্ধাচরণ বিশেষ কৃপার অভাবে বুঝিতে পারিবে না।

শরীরের উপার্জিত টাকা যদি সৎব্যয়দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পার তবে তোমার কর্ম্ম শোধন হইল, কারণ তোমার কর্ম্মে টাকা হইয়াছে।

ঠাকুর একদিন বলিয়াছেন সংসারে যত উপাদেয় খাদ্য সমস্তই মায়া, অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষের উপাদেয়ত্বই মায়া।

ঠাকুর একদিন বঙ্ক গুহ ভক্তকে বলিয়াছিলেন "জুয়া খাটেনা।"

ঠাকুর সর্ব্বপ্রথম আমার পিঠে হাত দিয়া বলিয়াছেন "সংসারে যাও সব হবে"।

অন্য দিন বলিয়াছেন "সংকীর্ত্তন তোমার জীবনের একটা বড় কাজ।"

অন্য দিন বলিয়াছেন "একবার দীঘদাইড় একবার ধর্ম্মগঞ্জ আসা যাওয়া কর এই "তোমার কর্ম্ম।"

আরেক দিন বলিয়াছেন। "দুর্ণাম সুনাম যে দেশে সেই দেশে বাস করিও।"

ঠাকুরের উক্তি "ভারতবর্ষ মুক্ত রাজ্য ভক্তি সম্ভবেনা।"

এক সময় আমি বাক্য বন্ধ করিতে চাহিয়া ছিলাম ঠাকুর বলিলেন। "তোমার কথায় আমার খুব উপকার হয়"।

ঠাকুর আমাকে বলিযাছেন "এই পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে কর্ম্ম করিলেই আমি তাহা পাইব, আমার মঙ্গল হইবে।"

ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন। "আলো লইয়া ঘোরিতে থাক তেল সলতা যেখানে আছে জ্বলিবে।"

সাধুরা শরীর এবং মনের মধ্যে ভগবানের অপস্রা প্রেমের ভাবে মুগ্ধ হইয়াই সুখে কাল কাটাইতে চায়। আর ভক্ত ভগবানে কাজের জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করিয়া আত্মানন্দে থাকে।

ভক্ত সাধারণ কাজ নিয়া সাধারণ বিষয়ির মধ্যে থাকিয়া ভগবানেরদিকে জীবকে টানে। এই টুকুই তাঁর মহত্ব।

আমার নিজ রুচিতে কুকার্য্যগুলি মনানন্দেই সম্পাদন করিয়াছি কিন্তু সুকার্য্যগুলি তোমার কৃপায় জোর করিয়া সম্পাদন করিতেছি আবার ফলভাগী আমিই এটা তোমার বড়ই প্রতারনা।

প্রশ্ন। পৃথিবীর উপর সাধনশক্তি প্রকাশকরা আবশ্যক কিনা?

ভগবানের আদেশমত হলে বিশেষ আবশ্যক।

ভক্ত তারিনীর কথা।

লোকে গুরুর কাছে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করে। গুরুতে লক্ষ্য ঠিক হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের সীমা কি তাঁর সব কর্ম্মই আমার কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মগঞ্জের ভক্ত মণ্ডলীর কথা। সংসারি সাধুগণ সত্য বাক্য সত্য পথ অবলম্বনে আর্থাদি উপার্জ্জন করিয়া, পুণ মায়িক অসত্য সংসারে দেওয়ায় অতি যত্নের সত্য অসত্যে পরিণত হইল। সত্যকে অসত্যে ঢালিয়া দিলে সত্য পালনের কি আবশ্যক ছিল? সত্য উপার্জ্জন করিয়া সত্যেতে জিনি দেন তিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ। এই হিসাবে অসত্য উপার্জ্জনই ভাল, যদি প্রকৃত সত্যেতে ঢালিয়া দিতে পারে।

সাধনার প্রথম অসত্য দূর হইয়া সত্য অবস্থা প্রকাশ পায়, তখনই সত্য কার্য্য, সত্য বাক্য, সত্য ভাবনাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। পরে ক্রমে উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইয়া অসত্যের মধ্যে সত্য, সত্যের মধ্যে অসত্য নিহিত দেখিয়া সত্যাসত্যে মিশাইয়া লয়। সত্যের সেই অংশবাদ দেয় যার মধ্যে অতি গোপনে অসত্য আছে এবং অসত্যের সেই ভাগ গ্রহণ করে যার মধ্যে গোপনে সত্য আছে। যেমন গুরু আদেশ পালন করিতে গিয়া দেহ ধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম বিবর্জ্জন দেয়। এবং খুন করিয়া সতীর সতীত্ব রক্ষা করে। আততায়ি বধ করিয়া বিধির বিধান রক্ষা করে। গুরুর আদেশ পালন জন্য তীর্থ ব্রত বাদ দেয় আত্মীয় স্বজন পরিহার করে। এমন কি আপন আপন দেহ বলিদান দ্বারা গুরুর সন্তোষ বিধানে বাধ্য হয়।

গুরু দেহের সুহৃদ নয়, আত্মার পরম সুহৃদ।

* হরিশব্দে সমস্ত তত্ত্ব ভেদ করিয়া বন্ধন মুক্ত করে, হরি শব্দে দুর্ব্বলের বল বিধান করে, হরিশব্দে গুরু ভক্তি কি জানাইয়া দেয়, ভগবানের ইচ্ছা, কর্ম্ম ভক্তের কর্ত্তব্য সকলগুলি সুন্দর-মতে বিনা গুরুতে হৃদয় পটে তুলিয়া দেয়। এক হরিশব্দেই ভগবানকে ধরিবার ফান দেখাইয়া দেয় তাঁকে পাবার পথে চলিতে শক্তি দেয়, এক হরিশব্দেই তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া ভক্তের চর্ম্ম চক্ষেরগোচরে আনে, তাঁর সহিত জড় জিহ্বায় কথা বলিতে দেয়, নাম এমন রতন। নামে ইহকাল পরকাল হয়, নামে সুখ শান্তি সকল হয়। নামে না হতে পারে এমন কিছু নাই। নামাপরাধ ইত্যাদি কেবল অবিশ্বাসির জন্যই শাস্ত্রের ধোকা বাক্য। বাস্তবিক নাম নিতেই সর্ব্বাপরাধ মুক্ত হয়। বিশ্বাসি ভক্ত সন্তান কোটি নাটী কথাতে মন দেয় না, কেবল একটী কথাতে বিশ্বাস করিয়া গভীর সাধনায় মগ্ন হয়। নামে সব হয় প্রমান। তথাহি পদ্যা বল্যাম্।

(২৯) আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চংহসা মাচাণ্ডাল মমুকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তি শ্রিয়ঃ।

নোদীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে ; মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ। অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র জিহ্বা স্পর্শমাত্রেই ফলপ্রদ হয়। উহা কি। দীক্ষা, কি সৎ ক্রিয়া, কি পুরশ্চর্য্যা কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহা দ্বারা সুমনা ব্যক্তিগণের মন আকৃষ্ট হয়, পাতক বিনাশ

পায়, উহা আচণ্ডাল সকল লোকেরই সুলভ এবং মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকরী।

সাধারণ মানব অবস্থায় দাস, গুরুর দাস নহে। জ্ঞান চৈতন্যের উদয় হইলে অবস্থাকে সহিয়া গুরুর সন্তোষজনক কাজে বৃত হয়।

প্রার্থনা।

প্রভু! দিবা নিশি অনুক্ষণ যেন আমি তোমার মনের, তোমার নিজ ইচ্ছার অধিন হইয়া বিনা ওজর আপত্যে চলি, আমার ইচ্ছাকে আমার মনকে যেন সর্ব্বদাই লঙ্ঘন করিয়া জ্ঞানেরবলে পদাঘাত করিয়া চলিতে পারি, এবং তোমার দাসত্বের পূর্ণাধিকার পাইয়া তোমার ভাবনায় ভাবিত হইয়া একমাত্র তোমাকেই জীবনের জীবন করিয়া অবিচারে আদেশ পালনরূপ গুরুভক্তি দ্বারা মানব জীবনকে ধন্য করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করিও, তোমার অন্তর সরল করিয়া যদি আশীর্ব্বাদ কর আমার খুব বিশ্বাস আছে যে তাতে আমার পূর্ণ মঙ্গল হইবে। কারণ তুমি জীবের পরম গুরু, তুমিই একমাত্র গুরু নামের যোগ্য পাত্র। সকলেরই অধিকার, তোমার বিশেষ ভাবে জানা। এবং এই পৃথিবীর সকল জীবকেই যেন আমি তোমার স্বরূপ জ্ঞানে ভালবাসি। কিন্তু কোন জীব তোমার বিরুদ্ধ বাদী হইলে তাকে শত্রুবৎ বধ করিতে ও

যেন কুণ্ঠিত না হই, এবং আমি আমাকেও তোমার বিরুদ্ধ অবস্থার জন্য যেন কঠোর শাসনের ক্ষমতা পাই এবং শাসন করি।

জেলা শ্রীহট্টের বিথদিল গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ গোঁসাইর প্রসিদ্ধ আখরা আছে ঐ রামকৃষ্ণের একটী নির্ব্বাণ গান দিলাম "মন ভজরে চিন্ত পরম পদ হরি। গুরু না ভজিয়া মিছা যপ তপ করি।

যত কর জপ তপ মনের মাঝে ভোলা গুরুর নাম অমূল্য নিধি তাঁরে কর হেলা।

কেনরে অজ্ঞান মন সদায়ে চঞ্চল যত কর তত তার পাছে পাবা ফল, যে নামে তরিবা ভব না চিন্তিলা তাঁরে রামনামে বান্ধ ভোরা ভব তরিবারে।"

হরিনাম লইতে লইতে দুর্গানাম অন্তরে ফুটে দুর্গানাম লইতে লইতে হরিনাম অন্তরে ফুটে কারণ কি?

ব্যাশদেব এ অবস্থাতে আঢ়ুর হইয়াছিলেন। তার প্রমাণ ব্যাশকাশী।

আজ কালকার মানুষগুলি বড় উচ্চে বুঝে, উচ্চে নজর, উচ্চে কথা ছাড়া, নিচের বুঝকে নিচের কর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া ছোট ছোট কর্ম্মাভাবে, যেখানের, জীব সেই খানেই থাকে।

নামও করিব কর্ম্মও করিব তা হবে না, কিছু সৎকাজ করিব না, হইলে একেবারে খাটি সৎ হইব, নচেৎ অসৎ আছি সেই ভাল, মানুষ ঠকাতে যাব না। হরিও বলে কাপড়ও

ভুলে তা হবে না ইত্যাদি বুঝে অনেকেই যখন তখন নারদ হইয়া পরিবার জন্য, মুখে হরিনাম, কি তীর্থাদি ভ্রমন, সাধু সঙ্গ কি অথিত সেবা, দেব সেবা ছোট ছোট ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিতে ঘৃণা বোধ করেন। এটা একটা বিশেষ অনিষ্ঠের কারণ। ময়লা যখন আমার গায়ের আবরণ তখন ময়লা নিয়াই হরিনাম সৎসঙ্গে যাইতে হবে। সৎ সঙ্গে হরিনামে তীর্থব্রতে ময়লা ধূইয়া ক্রমে পরিষ্কার হব, একদিনে কিছু হয় না। বহু দিনের দুষ্কর্ম্মে আমি দুষ্ট হইয়াছি, তেমন বহু দিনের সৎকাজ দ্বারা পবিত্র হইব। একদিনে নারদ হওয়ার ধারণা কেবল আজ কালকার ক্ষীণ মস্তিষ্ক দিগের ভিতরেই দেখা যায় নচেৎ পূর্ব্বহ যোগে ১০ হাজার বিশ হাজার ষাইট হাজার বছরের সাধনার কথাই শুনা যায়।

আর এক কুসংস্কার যে কেহর কাছে কিছু চাইলেই সেটা সকাম হলো। কিন্তু মহাদেব ও ভিক্ষা করিয়া খাইয়া সাধনা করিয়াছেন। আর হচ্ছে যে সংসার ভোগে মানুষ নষ্ট হয়। কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মে আটা হইয়া লক্ষ কোটি সংসার ভোগেও কিছু হয় না। যেমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পালন ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠীরের সত্য পালন ধর্ম্ম। পশুরামের পিতৃ আজ্ঞা পালন ইত্যাদি একটা ধর্ম্মে এমন আটা হওয়ার দরকার যে প্রাণ মান ধন জন এমন কি দেহটী পাত হলেও জীবনব্রত লঙ্ঘন করিতে নাই। ঐ দৃঢ়তার বলেই সকল কাম হবে। আর দুদিন খুব আটা, পৃথিবীর ঘাত প্রতিঘাতে পড়িলেই ঢিলার ও সীমা নাই। মন

গড়া ধর্ম্মেরই এই ধারা ; এই প্রকার অব্যবস্থিত চিত্তের দ্বারা পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজ উদ্ধার হয় না।

বসে অযাচিত অবস্থায় খাওয়া পাইলে খুব বড় সাধু হইলাম, এই অবস্থাটাকে অনেকেই পছন্দ করেন, কিন্তু ঐ দিকে দেখা যায় মুনি ঋষিরা বিশ্বগুরু মহাদেব পর্য্যন্ত ভিক্ষা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া সাধনা করিয়াছেন।

অনেকে খাওয়া পরার ফন্দি ঠিক করিতে করিতেই জন্ম ভুজন্ম যায়।

বহুদান, বহুধর্ম্মানুষ্ঠান পরিহার কর, একটী বিশিষ্ট ধর্ম্মে জীবনকে চিরতরে দান কর, অপর অবস্থা ধর্ম্ম ভুলিয়া যাও। সংসারে এমন করিতাম, এমন তেমন হইতাম, এগুলি কিছুই না, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তোমার শ্রীমুখের কথানিয়া তোমার ইচ্ছার অধিন হইয়া, তোমাকে প্রাণ হইতে প্রিয় জানিয়া মনে প্রাণে মানিয়া লইতাম তবেই শ্রেষ্ঠ সুখি হইতাম। তুমি ছাড়া হইয়া রাজা হই মহাপুরুষ হইয়া কেন না হই সকলই ফাকি।

প্রভো ! আমি তোমারে বুঝিয়া, তোমারে মানিয়া তোমার সহিত একমত হইয়া জন্মে জন্মে যথা ইচ্ছা তথা থাকিতে রাজি আছি। আমি স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ স্ত্রী, পুত্র, টাকা পয়সা নিজের শরীর মন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া তোমার মুখ তাকাইয়া তোমারে বুকে নিয়া শিরে নিয়া অনুক্ষণ তোমার প্রিয় পুত্ররূপে দাসরূপে থাকিলে সেটা হতে আর কি লাভ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

আছে। প্রভোরে আমি দণ্ডে দণ্ডে যেন তোমার বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হই। দিনের পর দিন যাইতেছে আমি তোমারে ভুলিয়াই আছি। তোমার জন্য একবার মনে প্রাণে কাঁদাও।

গুরুর আবশ্যকতা নিজের মনগড়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য সংস্কার গত ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, ভগবৎ প্রেমশিক্ষা, সংসারের কুহক বুঝিবার জন্য, সৎসঙ্গ জনিত লাভের জন্য গুরু দরকার।

প্রত্যেক বিষয়ই যখন নিজের জানাটা অপরের কাছে গেলে পরিমার্জ্জিত হয়, তখন ঈশ্বর বিষয়ে যে হবে তার আর ভুল কি? যার কাছে যা কিছু পাই তিনিই উপগুরু। যাহা হইতে পথ পাই, হৃদয় তন্ত্রী বাজে তিনি পরমগুরু।

জীবনের দুরবস্থা অন্তরে জানি না। যদি জানিতাম তবে তার প্রতিকার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতাম, মায়ায় এমন করিয়াই ঘেরিয়া আছে যে শত শত কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, মনে ধরে না চক্ষে পড়ে না। আজ, কাল, পরশ্ব এইভাবে হুঁ করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে, আমার মনটী সর্ব্বদাই বিদেশে আছে বাড়ীতে প্রায় থাকে না, যখন ঘটে আসে তখনও তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কাল কাটিয়া চলিয়া যায়। যাহা ধারণা করিবার দরকার তাহার কাছে দিয়াই যায় না। তাকে ধরিয়া রাখিবার শক্তিও আমার নাই, আমি মনের পেশনে বড়ই দুঃখ পাইতেছি প্রকৃত দুঃখে আমি দুঃখি না দুঃখ বিধান জনিত কর্ম্মাভাবেই আমি অধিক দুঃখি।

মন ছাড়া সাধনা বিড়ম্বনা মাত্র, তবে প্রথম মন ছাড়াই শরীর এবং গুরু গত বুদ্ধি দ্বারা সাধন করিতে হয়, শরীরধারি জীব মাত্রেই শরীর মনের উপাসক, তবে জ্ঞানের মুকুল যার ফুটিয়াছে তিনি শরীর মনের উল্টা হইয়া গুরু অনুগত হইয়া গুরু আদিষ্ট কর্ম্মে নিজের স্বেচ্ছাচার নাশ করিয়া ক্রমে মনকে বাধ্য করেন। মন বাধ্য হইয়া ঈশ্বর উপাসনা আরম্ভ করিলে আর মানুষের বুঝ প্রয়োজন হয় না।

সাধনার রঙ্গ রস ছাড়িয়া দিলেই ভক্ত হ্রাস হইয়া যায়। সাধন মার্গে ধূম ধাম থাকিলে ভক্তের অভাব হয় না, কলির ভক্ত অলঙ্কার প্রিয়।

ভাই সম্বুধন ও মন সম্বূধন দ্বারা সাধকের দরবুঝা যায় মনের সহিত যার দুর সম্বন্ধ তিনিই ভাই বলিয়া সম্বুধন করেন, ঈশ্বর উপাসনার কথা অপরাপরকে অধিক বলিয়া থাকেন। মনটা একটুকু স্থির হইলেই মনকে বলিতে পারা যায় এবং মনকে বলে, নিজের মনের কাছে বলিতে যিনি স্থান পাইয়াছেন তার অপরেতে কখনও মন যায় না। নিজের মনের কাছে বলিয়া যে সুখ সে সুখ আর কোথাও নাই (যদি মন স্থির হইয়া শুনে।) হরিনাম কখন মধু হয় যখন মনে মুগ্ধ হইয়া নাম নেয়। কর্ম্ম কখন প্রেম মাখা হয় যখন মন স্থির হইয়া কর্ম্ম করে। হরিকথায় কখন অপর লোক মাথে যখন মন পাখীতে ঠিক থাকিয়া ঈশ্বর গুণানুবাদ কির্ত্তন করে। সুধু মনের উপরই সব অস্থির মনের লোক যারা তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুঃখি। কাম

প্রবৃত্তি লোভ প্রবৃত্তি এবং ক্রোধাদি দ্বারাই মন অধিক চঞ্চল হয় এই সব লোকই অধিক দুঃখী। দুঃখের মূল ভিত্তিই মনের চাঞ্চল্য।

তিন শ্রেণীর লোকে অপরকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়। খুব জ্ঞানী যারা তাঁরা ঈশ্বরাদেশে লোকহিত কামনায়। আর নবানুরাগে সকলকেই ঈশ্বর বিমুখ দেখিয়া উপদেশ দেয়, আবার অনুরাগ কিছু সাম্যহলে নিজেরে লইয়াই গোল বাঝে আর কার উপদেশ কে দেয়। তৃতীয় ব্যবসার খাতিরে প্রথম আর তৃতীয় ব্যক্তির প্রচার চিরকাল থাকে, তবে জ্ঞাণীর প্রচারে দেশময় লোকনাথে আর ব্যবসায়ির প্রচার বদ্ধ বিষয়ির বিষয় বুদ্ধিতেই নিবদ্ধ।

সত্যতা জনিত অহংকারে মানুষ পতিত হয়, অনেকে সত্যকে ঠিক রাখিয়া চলিতেছেন বলে ভিতরে বড় গুমান। অন্য প্রতারক-দেরে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন এর মূল কারণ তাঁর সত্যতার মূলে তিনি নিজকে দেখেন, ভগবানের শক্তিতে তিনি সত্য রাখিতে পারিতেছেন ইহা হইলে অপরকে কখনও ঘৃণা করিতে পারিতেন না।

বাসনা জনিত দেহের আবরণে আসল জিনিষ ঢাকা পড়িয়াছে আবরণ ঘোচাইতে আর এক জনের সাহায্য দরকার, আর কে সাহায্য করিবে? সকলেরই নিজ নিজ কর্ম্ম আছে, তোমারই নিজের কোন কর্ম্ম নাই। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে কেহ নিজে অক্ষম হইয়া তোমার শরণ লয় তুমি তার সাহায্য কর তাই আজ বাসনা জনিত ক্লেদ ঘোচাইতে অক্ষম হইয়া তোমার শরণ লইলাম,

অক্ষমও নয় কেবল মনের শয়তানী, মনকে তুমি শাসন করিয়া আমার বাধ্য করিয়া দেও।

জ্ঞানী ভক্ত ছাড়া সাধারণ সংসারের কর্ম্ম হইতে তাঁর প্রেম গ্রহণ করিবার অধিকার অপর ভক্তের নাই।

নিরবে বাস, তীর্থেবাস, এগুলি বিবেকী ভক্তের প্রকৃতি, বিবেকী ভক্তেরা কিছু সহিতে পারে না, তারা ভাব দ্বারা পরিচালিত, ভাব না হইলে তারা কিছুই পারে না, ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য নির্জ্জন তীর্থ ইত্যাদি আবশ্যক। কোন গুরু অবস্থাতে পড়িলে আর এদের ভাবটাব থাকে না, জ্ঞানীভক্ত শত শত অবস্থার মধ্যে ঠিক থাকে ইহারা বলবান।

আর ভাবুকগণের ছেলের ব্যারাম হইলেই সব গেল কোন গোলমালে না পাইলে না ছুইলে তারা অশ্রু পুলকে একেবারে গদ গদ, কিন্তু যদি ঝগড়া বাঝে কি ঘড়ে চাল না থাকে কি বাড়ী পোড়িয়া যায় তবেই প্রেমে চড় পড়িল। আপদ হীন স্থলে এদের প্রেম, আর বিপদে আপদে জ্ঞানীর প্রেম উদ্ভাশিত।

ভগবানগুরু না মানুষ গুরু ? ভগবানই গুরু! যার মধ্যে ঈশ্বরের আভা পাই তাঁর শক্তি পাই তাঁকেই গুরুবলে মানি ঈশ্বর সত্তা ছাড়া গুরু হতে পারে না, তবেই তাঁর সত্ত্বা মানুষেতে হলে মানুষই গুরু; পশুতে হলে পশুই গুরু, ঈশ্বরের সত্ত্বা ঈশ্বরের কর্ম্ম ছাড়া স্বধু বদ্ধ বিষয়িকে গুরু করিলে সেটাই মানুষগুরু আমার মন অহর্নিশি ঈশ্বরের দিকে যায় না বলে আমার তেমন সঙ্গ দরকার যার সেই দেব দুর্ল্লভ প্রেম আছে

তাঁর ভিতরের সত্তা পাইতে হলে তাঁর অনুগত না হলে আমাতে আসিবে না, বাহিরে বাহিরে ভিতরের জিনিষ আনা যায় না তজ্জন্যই সৎগুরুর কাজ, সকল মানুষের ভিতর ঈশ্বর প্রেম আসে না, কারো কারো ভাগ্যে প্রেম লাভ হয়, ওর ভাগ্যেই অনেকের ভাগ্য ফিরে যেমন গৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বারুদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারি বিবেকানন্দ কেশব সেন ইত্যাদি এইরূপ অলৌকিক প্রেমিকগণ গুরু হতে আপত্তি কি? ঈশ্বর লাভ করিবার দরকার এক জনকে গুরু করিলে আমি নিচ হইলাম কি এটা কুসংস্কার, ঐ প্রকার বিচার বুদ্ধি যার তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে গরজ কম, আর যার গরজ বেশী তার অত শত বিচারের সময় নাই যে প্রকারেই হয় ভগবানকে পাওয়ার আবশ্যক, কোন কাজে মানুষ বেহুস হলে বাজে খরচ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই প্রকার যেখানে শুনে ঐ খানেই যায় তার ছুটাছুটিতেই ভগবান ঠিক পথ ধরাইয়া সাধনা পথে তুলিয়া দেন তাঁর দয়া ছাড়া তোমার নিজ বুদ্ধিতে ঠিক পথ পাবার কি আছে? এই পৃথিবীতে সাধু মহাজন সর্ব্বদাই আছেন, যে খোঁজে সেই পায়, পৃথিবীর জন্য যাহা আবশ্যক তাহা সবই যখন আছে তখন এটা নাই মনে কর কেন? অন্যটা হতে এটা বেশী দরকারি। মনের চঞ্চলত্ব নাশ করিবার জন্য সৎগুরু দরকার মনটী যার কতক স্থির হইয়াছে এবং বিনা গুরুতে ঈশ্বর লাভ হয় না এমন বদ্ধ সংস্কার নাই তার বিনাগুরুতেই ঈশ্বর লাভ হইবে।

আমার সাধন ঈশ্বর দরবারে যায় না মানুষের দরবারে থাকে,

জ--

মনের সাধনা ঈশ্বর রাজ্যে পহুঁছে, যাঁর মন, দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে, তার ঈশ্বর সাধনা আরম্ভ হয় নাই, যে কোন কার্য্য মনে করা চাই, তার মত কর্ম্মি কেহ নয়, দেহের ক্ষমতা অতি সামান্য মনের ক্ষমতা অসীম, যত কিছু সাধনা মনকে লওয়াইতে পারিলেই সিদ্ধ হয়। মন যার অস্থির তার কোন কার্য্য সুফল হয় না মনকে বেড়ি দিয়া সাধনা করাইতে হয়, গুরু অনুগত হওয়াই বেড়ি। আর যা মনে লয়, যা পারি এটা স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম, মন বড়ই দুর্জ্জয় সৎসঙ্গে, সৎকর্ম্মে, গুরু কৃপায় জয় হয়। মনের সঙ্গে দেখা হইয়া কথা বলিলে মনে শুনে, বেশী দিন নাম জপদ্বারাও মন স্থির হয় যদি দৃঢ়ব্রত ধারণে নেয়। মনের দয়া ছাড়া তো সাধনাই করিতে পারিবে না, মন যাদের অবাধ্য তাঁদের গুরু নিতান্ত দরকার। মনটি স্থির হলেই জানিও এই জন্ম তোমার শেষ জন্ম। মনস্থিরের যে সুখ তা বিষয়ীর অগম্য। মন বাধ্য হইয়া যদি কাজ করে তবে আর অপর কোন কিছু সাহায্য লাগিবে না, মন যার স্থির তাঁর হৃদয়ে ভগবান সুখে বিরাজ করেন। অবাধ্য মনের দুঃখ সাধু সঙ্গেও ছুড়বে না। আহা মন স্থির ব্যক্তি কি না অমৃত ভোগ করেন।

তোমার সময়ে যে সকল সাধু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁদের সঙ্গই তোমার সাধু সঙ্গ, আর কি কলিযুগে সত্য যোগের সাধুর সঙ্গ করা শাস্ত্রের মত? তা নয়? যোগোপযোগী সাধনা যোগোপযোগী সাধু! আর ভারতের লোকের জন্য যেমন এ দেশেই নানা ফল মূল শস্য জন্মে তেমন সাধুও

এদেশেই জন্মে, সব দেশেই সাধু আছে, সাধুর জন্ম আমাদের জাপান কি লণ্ডণ নগরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সাধুর আর দুর্ভিক্ষ হয় না ? যেমন মানুষের জন্য জেলা সবডিবিসন আছে, তেমন সাধু মহলের বন্দোবস্ত যুগে যুগে স্থানে স্থানেই আছে।

খুব বড় সাধু সকলেই খোঁজে পছন্দটা আবার মন গড়া, কাজেই তার হিসাবে বর্ত্তমানে সাধু নাই ; যাহা আছে বলে মনে করে তাও অগম্য গহনে কল্পনা আঁকা। এর মধ্যে একটা শয়তানি বুদ্ধিও আছে খুব উচু সাধু হলে তাঁকে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে কেহ ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবে না কইনাকী মানুষ কিছু কয়। আর হচ্ছে তেমন মহাজন হলে ধরবে আর পার হয়ে যাবে, পাপের ভোগ আর ভোগীতে হবে না ইত্যাদি চালাকি মধ্যে লইয়া চাকিতে২ জন্ম যায়। একটী সাধু বলিয়া গেছেন যে "আজ কালকার সাধুরা কৌশলে ধর্ম্মরাজ্য দখল করিতে চায়।" কথাটা বড়ই ঠিক। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"মন ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুড়াইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য করা এড়াবে না রতি মাশা।"

যা ভাব তা নয়, তাঁর পছন্দে তাঁকে পাইতে হবে, নিজের পছন্দ ষোল আনা বাদ দিতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়।

অবনী রায়ের গুরু শ্রীশ্রী মহারাজা সত্য গোপাল ঠাকুরের এক খানা চিঠি।

১৩১২ তেরশত বার সন।

কল্যানবরেষু—

চিঠি প্রাপ্তে পরিতোষ লাভ করিলাম। নানা গোলমালে চিঠির উত্তর দিতে গৌণ হইল। সময় সময় কুশলাদি সহ চিঠি পাইলে ভাল বোধ করিব।

কুস্থান হইতে কাঞ্চন তুলিয়া নিয়া থাকে। খনিতে মণি সাগরে রত্ন জন্মে। বিষধর সর্প ও ভেকাদির মস্তকে ও মণি মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। দৈত্যকুলে ভক্ত প্রহলাদের জন্ম ইত্যাদি ভাবে সংসার ভিতরে ৺ ভগবানের লীলা খেলার কতই কিছু হতেছে তাহার ইয়ত্তা কি? জীবনের লক্ষ্য ঠিক স্থানে ঠিকমত হইলে ভাবনার বিষয় কিছুই থাকে না। মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে প্রধান হইয়াছে সৎসংসর্গ সৎ বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করা এবং সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠান। তিনি যাহা জীবকে বুঝান জীব সেই বুঝ নিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করে সত্য কিন্তু অহঙ্কার জ্ঞানে ভগবৎসত্ত্বা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজে কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায় বটে শেষে সামান্য

কারণে হর্ষ বিষাদ ভোগে অস্থির হইয়া পড়ে। এই ত অহং জ্ঞানের ফলাফল। তাঁর উপর নির্ভর শূন্য জীবন অসার অকর্ম্মণ্য তাই নিয়া লোক সুখ শান্তি কি ভাবে পাইবেক।

যে তাঁর তার কি আছে আর ভাবনার? তাঁর জিনিষ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, এবং করিয়াও থাকেন, এই প্রকৃত কথা। ইহা যে পর্য্যন্ত মানব ধারণায় নিতে না পারিবেক সে পর্য্যন্ত পুর্ণজ্ঞানী ও বিচার বিতণ্ডাতে ও ত প্রোতভাবে গড়াগড়ি যাবেক আর অধিক কি লিখিব ইতি।

যারা গুরু করিয়াছেন তারা সেই গুরুতে মতি রতি ঠিক করিতে চেষ্টা করিবেন।

মনে না পোষাইলে গুরু আদিষ্ট ক্রমে সাধুসঙ্গ করিতে পারেন, গুরু মতের উপর কোন ভজন নাই। মন শরীরের দুর্গতি কেন একবারও তোমার অন্তরের গভীরে শরণ হয় না। দেহ কারাগারে কত অপরাধের গতিকে ঢুকিয়াছ তাহা বুঝিতেছ না, এত ভুগিলে এত বুঝিলে তথাপি দুর্গতির হাত এড়াণের সোপানে অবিচলিত থাকিতে পারিলে না। তোমার চঞ্চলত্ব জন্য এক কর্ম্ম জনম অবধি লাগিয়া করিয়া বহু কর্ম্মের গড় মিটাইতে পারিলে না। কি পারিলে? আমাকে দুঃখি করিতে জ্বালায় জ্বালিতে। আর যাঁকে প্রাণ দিলে মান দিলে ধন দিলে শরীরের খাটনি দিলে অমরধামে যাইতে পারিতে তাঁর কাছে দিয়াই গেলে না। শরীর মধ্যে তুমি কি বাস কর, শরীর তোমার কি সুখের আস্পদ, তাহা আর স্থির হইয়া দেখিলে না।

হরি শব্দ অবিরাম উচ্চারণ দ্বারা যে দেহের গূঢ় রহস্য নামের স্বগুণে সতই সূর্য্যবৎ প্রকাশিত হইত তাহা মায়ার আবরণে ভুলিয়া রহিলে। এই শরীরের নিদ্রার ব্যাঘাত, আলস্য. যুত মত্‌লব জন্য আপন পথ আপনি পরিত্যাগ করিলে। শেষের শেষ অবস্থা একবারও মনে করিলে না।

নামের একটা বড়ই মধুর গুণ এই যে, ঐহিক কামনা মধ্যে রাখিয়া নাম করিলে। কামনা পুরণ তো হবেই, তৎসঙ্গে সঙ্গে পরম মঙ্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণসঙ্গ বিনা তপস্যায় লাভ হইবে। ভক্ত প্রেমিক জ্ঞানী সাধু সন্ন্যাসী সংসার সাগর পারের সোপান-গুলি অযাচিত অবস্থায় লাভ হইবে। "নামে সব হয়।" সুধু জিহ্বায় নিলেই হয়। ভেক জিহ্বা হউক, পশু জিহ্বা হউক যে কোন জিহ্বায় উচ্চারণ মাত্রেই অলক্ষিত পথে মঙ্গল দান করিতে থাকে। যথাসময়ে প্রত্যক্ষিভূত হয়। জীব মাত্রেরই নামে অধিকার। তন্মধ্যে মানুষ সর্ব্বপ্রধান।

ভগবানের যে কোন নাম উচ্চারণ কর হরিহর কালী, দুর্গা, আল্লা, যীশু সমস্তেই সুফল দেয়। সব দেশী সব জাতীয় মিষ্টিই জিহ্বায় মিষ্টি আস্বাদ পাবে। জাপানী চিনি কি ভারতের লোকের জিহ্বায় মিষ্টি লাগে না? যে জিহ্বার রস গ্রহণের শক্তি আছে, তার কাছে কোন আস্বাদনীয় জিনিষ ফেরত যায় না। জিহ্বায় স্বাদ আছে নামেও মধু আছে। নাম লও। প্রথম সব নাম বলিও না তাতে দোষ হইবে, আগে নিজ নিজ ধর্ম্মের নাম নিয়া নামের মধু পাইয়া লও পরে সব নামের মধুই

বুঝিতে পারিবে। একটী মাত্র নাম যাহাতে তোমার বিশ্বাস এবং ভালবাসা আছে তাহার প্রতি যত্ন কর, অবিরাম উঠিতে বইতে জপিতে থাক। দুঃখ আসুক সুখ আসুক অবিশ্বাস আসুক বিরক্তি আসুক নাম লইতে থাক। নিজের বিরক্তি আসিলে অপর ব্যক্তি দ্বারা লওয়াইও তাতে তোমার গূঢ় কাজ হইবে। কোন না কোনরূপে নাম সঙ্গে থাকিও। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর, অনেক সুরস কুরসের পর নামের প্রকৃত অবস্থা পাইবে। পথে অনেক বুঝ পহুছিবে এমন কি নাম লওয়ার অনাবশ্যকতাও বোধে আসিবে, এগুলি পরীক্ষা মাত্র। মনটী ঠিক না হওয়া পর্য্যন্তই নাম লওয়া কর্ত্তব্য। মন ঠিক হইলেই নাম সাধনা, কর্ম্ম সাধনা সকল সাধনা পুর্ণ হয়।

মন পাতল হলে সংসার ভারে উপরদিকে উঠে, সংসারের সকল হতে মনের ওজন বেশী হলে অর্থাৎ সংসারের কিছুতেই যখন টলে না তখনই শান্তি হয়। দেহের মধ্যে হুষ হলেই মানুষ মানুষ হয়। নচেৎ মানুষ পশু হতেও অধম অবস্থায় থাকে।

বাহিরের আস্বাদনে যার পিপাসা, তার শান্তি বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই। শান্তি সহিত দেখা মাত্রে দেহের সুখ বিরত হয়। শারিরীক বিকার যত প্রশমন হইবে সংসার বুদ্ধি তত কমবে।

ভগবানেতে শরীর মনের টান হইলে সংসারিক পেশনে কিছু করিতে পারে না।

দেহ গত বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকিতে শরীরের কর্ম্মই ঈশ্বরের ঠিক উপাসনা। প্রত্যেক কর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত ভক্ত সঙ্গে মিশিলেই বুঝিতে পারিবে। একমাত্র সৎসঙ্গে সৎকর্ম্মে বুদ্ধির জড়তা কুসংস্কার সর্ব্বপ্রকারের প্রতিকুলাবস্থা দূর হয়। কিন্তু ঈশ্বরেরদিকে যাইতে অনেক দুর্গতি ভূগীতে হয়।

তাঁর কর্ম্মে কি নামে মনকে মাতাইতে পারিলে কোন দুর্গতিতে পরাজয় করিতে পারে না। নাম নিলেও হয় সৎ-কর্ম্ম করিলেও হয়। মন বাধ্য করিতে ইহাই উপায়। সৎ-সঙ্গ অমোঘ। সদাসৎ চিনিতে আর কোন উপায় নাই অবিরাম নাম কি ঈশ্বর পাবনীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং চক্ষের নিশান জ্যোতি ছল ছল আঁখি ও যাঁর সঙ্গে থাকিলে সর্ব্বদাই তাঁর রূপ হৃদয়ে ভাসে এবং ঈশ্বরকে পাইতে তৎকর্ম্ম করিতে মনে দৃঢ়তা আসে। যাঁর সঙ্গে থাকিলে নিজের ত্রুটী ধরা পরে তার মত সাধু জগতে কম আছে। সম্বন্ধহীন ব্যক্তিতে যদি প্রাণাধিক মমতা হয় তবে নিশ্চয় জানিও ঈশ্বরের শক্তি তাতে নিহিত আছে।

স্বধু নাম সাধক যাঁরা তাদের অবিরাম নাম নেওয়াই কর্ত্তব্য অথিত সেবা তীর্থ গুরু ভক্তি কোন কিছুতেই যেতে নাই, মগ্ন গ্রাসাচ্ছাদন বাদ পরা পর্য্যন্ত উঠা চাই নাম জপিতে জপিতে এ অবস্থাতে উপনিত হয়।

ইহা হইতে অধিক উচ্চ যারা কেবল কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করে। অস্থি মর্য্যাতে ভগবানের পিপাসা না জাগিলে

কর্ম্ম যোগ হয় না। কর্ম্ম যোগ সমর সাধনা। লাঠ ঘাট লোক গঞ্জনা সংসারের পেশন ইত্যাদীতে লাফাইয়া না পড়িলে কর্ম্ম যোগ হয় না। ভগবাণের অধিন হইতে হয়, নচেৎ কর্ম্ম বিষয়িনী। জ্ঞান এবং কর্ম্ম করিবার শক্তি জন্মে না। স্থূল সুক্ষ্ম ভাবে জগত ব্যাপিয়া ভগবান আছেন অনুরাগীর ভাগ্যে তাঁর দর্শন ঘটেই ঘটে।

ঠাকুর গাইতেন।

"যে জনভাল বাসে তাঁরে চাহে সরল অন্তরে তিনি কি পারেন কথন ভুলিয়া থাকিতে তাঁরে।" নিজ দেহের প্রতি কুলে মনের প্রতি কুলে না দ্বারাইলে হৃদয় বল লাভ হয় না। ভগবৎ বিরুদ্ধ অবস্থার জন্য সর্ব্বদাই শরীর মনের উল্টা. চলিতে হয়। তা না হলে জ্ঞাণের মূলে কর্ম্ম করিতে পারিবে না। দেহ মনের বাধ্যতাই অন্ধতার মূল। দেহ মনের সুখে ভগবানের প্রেম ঢাকা পড়িয়াছে। স্ত্রী পুত্র টাকা পয়সা বাড়ী ঘড় ঈশ্বর প্রেমের বাদী নহে মূল বাদী তোমার মন তোমার শরীর।

যে দেহ অনিত্যক্ষণ ভঙ্গুর পচিয়া ছাড়ে খারে যাইবে তাহার সুখানু সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া অজ্ঞান। মুর্খ পাগল বৎ বৃথা কষ্ট ভুগিতেছ।

নিজে গ্রাসাচ্ছাদনে যত দিন আটকা আছ তত দিনই তোমার সংসারের কাজ কর্ম্ম যাজন করা আবশ্যক।

বা—

যদি পরমার্থ গুরুর দাস হইয়া থাক তবে তুমি ভিন্ন জন। তোমার সম্বন্ধে কোন কথা নাই, নচেৎ সংসার ধর্ম্মে পিতা মাতা ভ্রাতার অনুগত হইয়া চলা খুব উচিত।

এমন মানুষের সঙ্গে ও আমার দেখা হয় যিনি নাকী হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য গুরু দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সমাজের আদর অভ্যর্থনার জন্য গুরু মন্ত্র নিয়ম গ্রহণ করেন। কাম ক্রোধে জর্জ্জরিত থাকিলেও গুরু মন্ত্র কানে ফুকিলেই দেহ শুদ্ধ হলো, প্রকৃত শুদ্ধ অশুদ্ধের জ্ঞানই। এপর্য্যন্ত এর উপায় কি? পৃথিবীর দোষ গুন দেখা আর ভগবান কে ভাল মন্দের বিচার করা এক কথা। ভগবান ভাল কি মন্দ এই তত্ব মানবের বুদ্ধির অগোচর, তাঁর চরণের ধুলি কনা হয়ে থাকিতে বাসনা কর তাঁকে বিচার করিলে তাঁর মধুরতা পাবেনা তিনি অবিচারি ভক্তের প্রাণ, বিচার বিতণ্ডা পণ্ডিতী কথার বাচ্য তিনি লন। পণ্ডা নামক বৃত্তিধারির জ্ঞান গম্য। ভগবান অনেক সময় ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া অযাচিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তার বিষয় বদ্ধ মনকে কাড়িয়া লন।

তিনি মহান হলেও মানুষের মত তাঁর আত্ম সম্মান নাই। ঈশ্বরের দিকে যারা যাইতে প্রস্তুত হয় তারা ক্রমে সাধু সঙ্গের আলোক, নামের শক্তি পাইতে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি পুর্ণ বিশ্বাস জন্মিলে সাধন বুদ্ধি ও লোপ হয়।

আমি আকাশের উপর উঠিয়া বলিতে পারি যে তোমার কর্ম্মেই তুমি সুখি আমার কোন কর্ম্ম নাই, যাহা করি তোমার

কৃপায়। আমার করিতে হবে সত্য চেষ্টার দৃঢ়তার মূলে তুমি, অজ্ঞান যারা তারা মনুষকে দেখিবে, জ্ঞান সূর্য্যের আলোকে কেবল তুমিই স্পষ্ট প্রতি ভাত হও। যে আমির মূলে তুমি আছ সেটাই ভক্তির আমি।

মানব! যদি ধর্ম্ম চাও তবে পিতা মাতা ভাই এদের সেবা অবিচারে আদেশ পালন দ্বারা কর।

আর যদি কোন শক্তি লাভের ইচ্ছা থাকে তবে দৃঢ়রূপে নিয়ম বান হইয়া নাম জাপ কর।

আর যদি সর্ব্ব জীবের উপকার করিতে ঠাকুর লাভ করিতে বাসনা থাকে তবে সৎগুরুর শরণ নেওতাঁর আদেশ মত চল নিজের ইচ্ছাকে সম্পুর্ণ দূর করিয়া গুরুমুখা প্রেক্ষি হও। গুরুর সংসারের ভাবনা যার চিত্ত পটে আছে। সেইগুরু গত প্রাণ হইয়াছে। গুরু সেবা কেবল পা টিপিলে হয় না। গুরুর মন রক্ষা করাই প্রকৃত গুরুভক্তি। গুরুকে নিজের পছন্দে গড়িয়া লইলে আর সেটা গুরুভক্তি নহে। গুরুকে ? যিনি কর্ম্ম দ্বারা জীব শিক্ষা দেন।

ঈশ্বর শরণ মনন কর্ম্মে যিনি সর্ব্বদা ব্রত তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন।

সংসারি কে সংসার শিক্ষা দেওয়ার গুরু তো সকলেই সংসার হতে মানুষের মনকে কাড়িয়া লওয়ার গুরু ক্বচিৎ ঘটে।

সংসারে রাখিয়া যিনি সংসারের বান্ধ খোলেন তিনি উত্তম সাধক বৈদ্য।

শিষ্য এবং গুরুর মন এক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মই আরম্ভ হয়না। গুরু শিষ্য অভেদাত্মা হইলে পরে সুফল পহুছিবে। অনুগত হওয়া চাই শিষ্যেতে অনুগত্য ভাব না পহুছিলে শিষ্যত্বই জন্মে না। শিষ্য মুখের কথা নয়। বিশেষ গুণ ছাড়া গুরু ও হয় না শিষ্যও হয় না। পরস্পরের নিষ্কাম ভাব উপস্থিত না হলে ভগবৎ প্রেম জন্মে না। কোন কিছু লাভের জন্য যিনি গুরু সেবা করেন তিনি সেবক নহেন।

দোষ গুণ উভয়ই বিকার, বিকার বির্জ্জিত না হলে গুরু ও হয় না শিষ্যও হয় না।

আপন পছন্দে গুরু করিতে যাওয়া নিতান্ত ভ্রান্তি। ভগবানই গুরু শিষ্যের ঘাট মিলাইয়া দেন। যখন তখন না বুঝিলে ও পরে উভয়ের বান্ধ ঠিক হইয়াগেলে বুঝিতে পারে। যে যেমন তার তেমন গুরুই লাভ হয়। আগে পথ চলিয়াছেন যিনি তিনিই পশ্চাৎ গামী সকলের গুরু।

গুরু তালাস করিয়া যাদের ঘটিয়া উঠে নাই ওরা নিতান্ত হত ভাগ্য। বাস্তবিক গুরু করিবার প্রবল বাসনাই এদের নাই। প্রবল বাসনার সব কার্য্যই সফল হয়। মুখের কথায় যে গুরু তালাস করে তারই গুরুর উপযুক্ত ভ্রহ্মাণ্ডে কেহ নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন গুরুর জন্য সাধকের প্রাণে টান হলেই ভগবান তার কাছে গুরু পাঠাইয়া দেন গুরুর জন্য প্রাণে খুব গড়জ হওয়া চাই।

ঈশ্বর আছেন কি নাই এই পাপ তর্ক যেন কোন জন্মে

আমার না উঠে। তিনিই জীবের প্রাণের বন্ধু একুটু যেণ আমি অবিচারে জানি। তাঁর কাছে বড় ছোট নাই। তাঁকে প্রাণে চাহিলেই তিনি জীবের পাছ লন। একদিনে কিছু হয় না প্রতি দিনই তাঁর শরণ মণন তাঁর নাম তাঁর ভক্ত দর্শন ইত্যাদী করা প্রয়োজন।

আমার মধ্যে আমি বোধ থাকা পর্য্যন্তই আমি প্রভূর কর্ম্ম করিব। আমার আমি বোধ ছুটিয়া গেলে সব কর্ম্ম আমার মধ্যে দিয়া তিনি করেন এই কর্ম্মার্পণে পহুছিব।,

পৃথিবীর কৃষ্ণ প্রেম দেহ লইয়া মন প্রাণ দিয়া। আর গোলকের কৃষ্ণ প্রেম দেহ থুইয়া আত্মা লইয়া।

ঠাকুরের। হাতে টাকা থাক না থাক কোন দেব কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা করা চাই। কেহকে খাওয়ান সময়ে ও টাকার দিকে লক্ষ্য না করিয়া খাওয়ার উৎযোগ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন আগে কর্ম্ম পাছে টাকা, কর্ম্মেই টাকা টানিয়া আনিবে, টাকাকে চিন্তাকরিও না অর্থ চিন্তা দ্বারা মানুষ দুর্ব্বল হয়, কর্ম্মচিন্তা দ্বারা সবল হয়। কর্ম্ম শ্রেস্ট সর্ব্বদাই বলিতেন, এবং যাতে নাকী মানুষের ঈশ্বরানন্দ উপস্থিত হয় সৎ বিষয় চিন্তা ভাবনা আসে ঐরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদাই তিনি জুড়িয়া লইতেন।

ইহ জগতের সৎকাজ আর পর জগতের সৎকাজ দুটাই আছে। ইহ জগতের সৎকাজ পিরিতের সেবা, গরিব কে দান ইত্যাদী আর পর জগতের সৎ কাজ সাধু সেবা, ভগবানের নাম নিজে লওয়া পরকে লওয়ান। সংসারের অসারত্ব বিষয়ে পুণ

পুণ আলোচনা করা মহতের সেবা তীর্থ ব্রত দেব ক্রয়া ইত্যাদি।

এ বিষয় ইহাও দেখা যায় যে রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, যীশু, মহাম্মদ ইত্যাদি মহাপুরুষগণ মধ্যে কেহই কোন পিরিতের শুশ্রূসা করেন নাই কোন গরিবের ছেলেকে লিখা পড়ার সাহায্য করেন নাই, কি এইগুলি ধর্ম্ম এমন প্রচার ও করেন নাই, এগুলি আধুনিক বিচার বুদ্ধির ধর্ম্ম। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে এসব কার্য্য দরকার হয় না। এ বিযয় রাম কৃষ্ণ পরমহংসদেবও সম্ভু মল্লিকের ডিস্পেন্ সারি হাস পাতাল দেওয়ার প্রসঙ্গে বলিয়া গেছেন।

ঈশ্বর প্রেম লাভ ঈশ্বরের দরবারে পহুছিতে যার আবকশ্য তাঁর প্রথম অবলম্বন নাম, দ্বিতিয় অবলম্বন সাধু ভক্তের মনমত তাঁদের সেবাকরা। তৃতীয় সৎগুরু লাভ এবং তাঁর আদেশ অবিচারে পালন করা।

যিনি স্ত্রীপুত্র নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভগবানের কর্ম্মে ব্যাপ্রিত তিনি এগুলিতে আট্কা নহেন, এবং তাঁর পাপ তাপ নাই, সব ভগবান কে সম্পূর্ণ করিয়াছেন যেমন মহাপ্রভু করিয়া ছিলেন।

যার রিপু দমন হইয়াছে তার জিহ্বার স্বাদ নষ্ট হইয়াছে। কোন জিনিষের আশ্বাদন সে পায়না।

গুরুর কাছে নিজের মনে যাঁ উঠে তাই বলিতে হয় তাতে পাপ বিনাশ পায় এবং মন বাধ্য হয়। কোন অপরাধ গোপন করিলে ঐ পাপের জ্বালা ভূগিতে হয়।

নিশ্বার্থ স্থানে কর্ম্মকরাটা নিষ্কাম ভক্তির লক্ষন

গুরু গিরিটা বড়ই ঘৃনাস্পদ সম্পদ। অজ্ঞান জীবেরই তাতে আনন্দ, জ্ঞাণী এটাকে বিষবৎ ত্যাগ করেন।

সর্ব্বসাধারণের সেবা দ্বারা ঈশ্বরের সেবার সার্থলাভ অজ্ঞাণী দ্বারা হয় না, কোন কোন অবস্থায় কুফল ও ফলিতে পারে। সেই জন্যই অজ্ঞাণীর পক্ষে সাধু ভক্তের সেবাই দরকার। হরি নাম লও সৎ সঙ্গ কর কথা দুটী প্রথম খুব সরল এবং অনায়াস। কিন্তু মৎলব ছাড়িয়া যাজন করাটা বড়ই পরিশ্রম এবং কঠিন। যিনি যাইতে ছেন তিনি জানেন।

অবিরাম নাম লইতে যে পারি না এর উপায় কি? জুর করিয়া ও পাওয়া যায় জুর করিবার সরঞ্জাম থাকিলে সে? যেমন জুড়ে তেমন নির্জ্জুরে ও মিলে, এর একটাও আমিনা নির্জ্জুর ও হতে পারিনা হাত পা ছেড়ে তোমার উপর ভার দিতে পারি না। আবার হাত পায় তেমন জুর ও নাই আমার উপায় কি? তোমার সেই আনন্দ আমাকে দান কর যাহা পাইয়া মানুষ মর জগতে অমর হয়, পার্থিব সুখ সম্পদ বিপদ আপদ ভূলিয়া দেহটা পর্যন্ত তোমাকে আনন্দে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেয়।

মন ছাড়া সুধু শরীরের চেষ্টায় ঈশ্বর লাভ সম্ভব কিনা? এটাই সাধনার প্রথম সোপান ক্রমে গভির সাধনায় পহুছিয়া ভগবান লাভ ঘটে। তখন মনেও ঈশ্বর কে চাইতে থাকে।

যার গুরু দেহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং জীবনের কর্ম্ম বলিয়া জান নাই তিনি সৎগুরু ধরিয়া তাঁর আদেশ পালন করিতে

পারেন। যিনি অন্তর্য্যামী তিনিই সৎগুরু। গুরু করিতে কখন ও জাতের বিচার করিও না এটাতো বিবাহ নয় যে কুলিনের দরকার? জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমই এর কৌলিনত্ব। যার কাছে অন্তর্য্যামীত্বের বিশিষ্ট প্রমান পাবে, তিনি কোন দিনও ঈশ্বর বিহিন কল্পনায় অন্ধ হতে পারিবেন না। আর আর প্রেম ভক্তি জ্ঞান ঢাকা পড়িয়া অন্ধকার ময় নরকে গমন করিতে জীবের বেশী দেরি লাগেনা। অতএব অন্তর্য্যামীত্বই সৎগুরুর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অবনী রায়।

দিগদাইড়, পোঃ করিমগঞ্জ

ময়মনসিংহ।

